সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 05
16 - 22 FEBRUARY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ০৫
০৩ ফাল্গুন ১৪৩০
৫ শাবান ১৪৪৫হি.

১ হাজার নারীকে নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদন

এশীয় বধূদের করুণ জীবন

- এক বছরে ১৭ লাখ নারী নির্যাতনের শিকার
- শ্বশুর বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রাখার অভিযোগ
- পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি
- ভাষাগত দুর্বলতাকে অপব্যবহার করে শোষণ

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিয়ে করে যুক্তরাজ্যে এনে পরিবারে দাসীর মত করে রাখা হচ্ছে অসংখ্য নারীকে। তাদেরকে নানান ভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে করা হয় মানসিক নির্যাতন। এর মধ্যে রয়েছে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার ভয় দেখানো এবং পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে শারীরিক নির্যাতনও করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে বৃটিশ গণমাধ্যম বিবিসি একটি প্রতিবেদন বের করেছে।

বৃটেনে রোশনী নামের একটি চ্যারিটি সংগঠন গত এক বছরে এরকম প্রায় ১ হাজার নারীকে সহায়তা দিয়েছে, যারা এরকম শারীরিক, যৌন এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ভুক্তভোগী পাকিস্তানি এক নারীর নাম জোয়া, দেশে একটি ডিগ্রি এবং ভাল চাকরি সহ একজন পেশাদার নারী ছিলেন। কিন্তু বিয়ে করে এসে বার্মিংহামে স্বামীর সংসারে থাকা শুরু করলে তিনিও এরকম নির্যাতনের শিকার হন। বিয়ে করে তাকে দাসীর জ -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

পাকিস্তানে সরকার গঠনে পিএমএল-পিপিপি সমঝোতা

জারদারি রাষ্ট্রপতি, শাহবাজ প্রধানমন্ত্রী

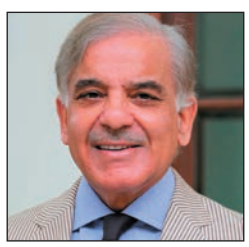

বেশি আসন পেয়েও যে কারণে সরকার গঠন করতে পারছেনা ইমরানের দল

- পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র ৯৩ আসন
- মুসলিম লীগ-নওয়াজ ৭৫ আসন
- পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৫৪ আসন
- অন্যান্য ছোট দল ৪২ আসন

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : পাকিস্তানের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা আসিফ আলি জারদারি। নওয়াজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সঙ্গে সমঝোতার পর দলটি এ ঘোষণা দেয়। এই সমঝোতা প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকটি রাজ -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

রাজার কৃতজ্ঞতা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: কিছুদিন আগে ক্যানসার ধরা পড়ে -- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank A Bank for Financial Inclusion · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk
Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সঙ্গে পর্তুগাল প্রেস ক্লাবের মতবিনিময়

প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে একযোগে কাজ করার আশা বাদ

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে পর্তুগাল বাংলা প্রেসক্লাব। গত রোববার (১১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় লিসবনের একটি সুপরিচিত রেস্টুরেন্টে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দের সম্মানে এই মতবিনিময় সভা ও নৈশভোজের আয়োজন করে পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাব।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের সাংবাদিকরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ভবিষ্যতে প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রসারে একযোগে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি সোমবার লিসবনের একটি পাঁচতারকা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ডস। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ১১ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দসহ লিসবন পৌঁছেন। ওইদিন সন্ধ্যায় পর্তুগাল প্রেস ক্লাব সফররত লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দের সম্মানে মতবিনিময় ও নৈশভোজের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি রাসেল আ হমেদ। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি রনি মোহাম্মদ ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শহীদ আহমদ প্রিন্সের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি এফ আই রনি।

অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক তারেক চৌধুরী, সহ-সভাপতি ও এটিএন বাংলা ইউকের হেড অব নিউজ সাঈম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ও বাংলা পোস্ট এর হেড অব প্রোডাকশন্স সালেহ আহমেদ, সাবেক ট্রেজারার ও বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর ইউরোপ ব্যুরো প্রধান আসম মাসুম ও চ্যানেল এস-এর নর্থ ইংল্যাণ্ডের বিশেষ প্রতিনিধি সৈয়দ সাদেক আহমদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত নির্বাহী সদস্য ও টিভিওয়ানের সিনিয়র রিপোর্টার জাকির হোসাইন কয়েস, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য ও চ্যানল এস-এর স্টাফ রিপোর্টার ফয়সল মাহমুদ, সাবেক সহকারি সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, সাবেক অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি এমরান আহমদ, যমুনা টেলিভিশনের ইউকে প্রতিনিধি হেফাজুল কারীম রাকিব ও এটিএন বাংলা ইউকের ম্যানচেস্টার প্রতিনিধি আমিনুল হক ওয়েস।

পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ তানভীর, সহ-সম্পাদক সমির দেবনাথ, প্রচার সম্পাদক মুহি উদ্দীন, সাংবাদিক এস এম আজাদ, ডিবিসি টেলিভিশনের পর্তুগাল প্রতিনিধি মাহথির মামুন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নেতারা বলেন, ৩১ বছর আগে দেশের বাইরে প্রবাসে প্রথম প্রেস ক্লাব হিসেবে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দীর্ঘ পথচলায় লন্ডনে নিজস্ব অফিসসহ একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়েছে লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব। যুক্তরাজ্যের বাংলা কমিউনিটিতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এখন একটি মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান।

তাঁরা আরো বলেন, অল্প সময়ে পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাব একটি ভালো অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের পথচলার অভিজ্ঞতা নিয়ে পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাবও একটি আদর্শ সাংবাদিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁরা।

পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাবের কমিটির নেতারা জানান, কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০২১ সাল থেকে পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাব এদেশের সরকারের একটি নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশি কমিউনিটির সুখ-দুঃখ তুলে ধরার পাশাপাশি এ সংগঠন সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে। এরই মধ্যে সদস্যদের সহযোগিতার পাশাপাশি কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে পর্তুগাল বাংলা প্রেস ক্লাব। নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- **Need sponsorship licence?**
- **Need immigration advice?**
- **Wish to recruit skilled staff?**
- **Need a robust HR system?**

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

বাইডেন-ট্রাম্পকে চায় না ৫৬ ভাগ আমেরিকান

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অধিকাংশ আমেরিকানই জো বাইডেন এবং ডোনালড ট্রাম্পে নাখোশ। উভয়েই খুব বেশি বয়সী বলে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন না আমেরিকানরা। গত ৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশাল কাউন্সিল রোবার্ট হুর প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে 'সুস্থ তবে দুর্বল স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি' হিসেবে মন্তব্য করার পর ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি এবিসি নিউজ/ইপসোস যৌথভাবে জরিপ ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম বাঙালি কাউন্সিলার নুরুল হক আর নেই

টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম নির্বাচিত স্বতন্ত্র বাঙালি কাউন্সিলার, ইস্ট অ্যান্ড কমিউনিটি স্কুলের শিক্ষক ও গ্রেটার নোয়াখালি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মদ নুরুল হক আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন। গত ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকার গাজীপুরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দেড় বছর ধরে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে স্ত্রীসহ বসবাস করছিলেন। অসুস্থ ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যের 'ডিটেনশন সেন্টার' নিয়ে প্রতিবেদন

কারাগারের সাথে তুলনা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন কাউন্সিল অব ইউরোপ নতুন এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুক্তরাজ্যের অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর (ডিটেনশন সেন্টার) অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'কারাগারের মতো'। এগুলো উন্নতির অনেক সুযোগ আছে। গত বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সংগঠনটির ইউরোপীয়ান কমিটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব টর্চার বা সিপিটির এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'ডিটেনশন সেন্টার' বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা উন্নত করতে যুক্তরাজ্যকে এখনো বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে।

গত বছর সিপিটি যুক্তরাজ্যের চারটি ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে। এগুলো হলো- নিউক্যাসল শহরের কাছে ডেরওয়েন্টসাইড, গ্যাটউইক বিমানবন্দরের ব্রুক হাউজ, কোলনব্রুক ও লন্ডন এলাকায় হারমন্ডসওয়ার্থ কেন্দ্র।

প্রতিবেদন বলছে, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অনেক রুমে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আছে। যেমন-কোনো কোনো রুমে টেলিভিশন, আলমারি, শোবার জায়গা এবং সহজে খোলা যায় এমন জানালাও আছে। তবে ব্রুকহাউজ ও কোলনব্রুককে 'কারাগারের মতো' বলছে সিপিটি। তাদের মতে, এগুলোতে লোক রাখার মতো অবস্থা নেই। এসব কেন্দ্রে থাকা অনেকে বলেছেন, ঠিকমতো বায়ু চলাচল করতে পারে না, তাই তাদের মাথাব্যথা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ঘরে ছাঁচ পড়ে গেছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সিপিটি এমনকি চারটি আশ্রয়কেন্দ্রেই খাবারের মান ও পরিমাণ নিয়ে অভিযোগ পেয়েছে।

ডিটেশন সেন্টারের কর্মীরা শারীরিকভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের হেনস্তা করেছেন- এ ধরনের কোনো অভিযোগ পায়নি সিপিটি। তবে কোলনব্রুক ও হারমন্ডসওয়ার্থে খারাপ আচরণের অভিযোগ ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন

IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

কেন কমছে হজযাত্রী

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : এবার হজের জন্য নিবন্ধনের সময় চার দফা বাড়িয়েছে সরকার। কিন্তু কোটার এক তৃতীয়াংশ ফাঁকাই রয়ে গেছে। এবার সরকারিভাবে ৪ হাজার ২৬০ জন এবং বেসরকারিভাবে ৭৮ হাজার ৮৯৫ জন হজে যেতে নিবন্ধন করেছেন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের হজে যাওয়ার কোটা বরাদ্দ রয়েছে। দফায় দফায় সময় বাড়িয়েও কোনো কোটা পূরণ হচ্ছে না। এ নিয়ে হজ এজেন্সি, হজযাত্রী ও সরকারি কর্তৃপক্ষের নানা মত রয়েছে। তবে খরচ বেড়ে যাওয়াকেই যাত্রী কমার বড় কারণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশে হজের খরচ বেশি। খরচ বাড়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে হজে যেতে পারছেন না। ধর্ম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডলারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে খরচ বেড়েছে।

পাশাপাশি সৌদি আরবে হজের আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে হজ প্যাকেজের খরচ নির্ধারণ করতে হচ্ছে। হজ প্যাকেজের একটি বড় অংশ যায় বিমান ভাড়ায়। সংশ্লিষ্ট অনেকে বলছেন, নির্ধারিত বিমান ভাড়া অনেক বেশি নেয়া হয়। সাধারণ যাত্রীদের চেয়ে হজ যাত্রীদের বিমান ভাড়া বেশি নেয়া কোনো ভাবেই যৌক্তিক নয়।

এবারের হজ নিবন্ধন শুরু হয় গত ১৫ই নভেম্বর। যা ১০ই ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত সাড়া না মেলায় সময় বাড়ানো হয় ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরে সেই সময় আরও দুই দফায় বাড়ানো হয়। বিশেষ বিবেচনায় চতুর্থ দফায় সময় দেয়া হয় ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

প্রতি বছরের মতো এবারো সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের দুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্যাকেজে খরচ হবে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা। আর বিশেষ প্যাকেজে ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্যাকেজে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮০০ টাকা এবং বিশেষ প্যাকেজে ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৩০০ টাকা খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও আগের বছরের চেয়ে ব্যয় কিছুটা কমিয়ে নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। আগের বছরও বেশি ব্যয়ের কারণে হজের কোটা পূরণ হয়নি। গত বছর কোটার চেয়ে ৬ হাজারের বেশি কম যাত্রী হজে গিয়েছিলেন।

২০২২ সালে সরকারিভাবে হজে যেতে প্যাকেজ ধরা হয়েছিল পাঁচ লাখ ২৭ হাজার ৩৪০ টাকা। ওই বছরে হজের খরচ দেড় লাখ থেকে প্রায় দুই লাখ ২১ হাজার পর্যন্ত বেড়েছিল। ২০২০ সালে এই প্যাকেজের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল জনপ্রতি তিন লাখ ৬১ হাজার ৮০০ টাকা।

কোন দেশে কতো খরচ: গত বছরের ১৬ই নভেম্বর পাকিস্তানের হজ পলিসি ঘোষণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আগের বছরের তুলনায় এক লাখ রুপি কমিয়ে ১০ লাখ ৭৫ হাজার রুপি খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে দেশটির নাগরিকদের জন্য। ডলারের বিনিময়মূল্যের হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় যা সোয়া চার লাখ টাকার মতো।

ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া প্রতি বছর হজ পলিসি ঘোষণা করে।

সংস্থাটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ বছর তারা সর্বনিম্ন যে প্যাকেজ নির্ধারণ করেছে রাজ্য ভেদে সেটি তিন থেকে চার লাখ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা চার থেকে সাড়ে পাঁচ লাখের মধ্যে।

গত বছর ইন্দোনেশিয়া থেকে একজন মুসলমানকে হজে যেতে হলে খরচ করতে হয়েছে তিন হাজার ৩০০ ডলার বা তিন লাখ ৪৭ হাজার ৩৪৭ টাকা। আগের বছরের তুলনায় এই খরচ বেড়েছিল প্রায় ৭০ শতাংশ। দেশটির সরকারি 'হজ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি' তহবিল থেকে হজ যাত্রীদের খরচে ভর্তুকি দেয়া হয়ে থাকে।

মালয়েশিয়ায় যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৯৬ হাজার টাকার কম, সেইসব পরিবারের সদস্যদের জন্য গত বছর সরকারিভাবে হজের খরচ ধরা হয়েছিল দুই লাখ ১৮ হাজার ৭৫৪ টাকা। মাসিক আয় এর বেশি হলে দিতে হয় দুই লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা। তবে, বেসরকারি হজ প্যাকেজগুলো বাংলাদেশি টাকায় ৯ লাখ টাকা থেকে শুরু হয়।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজ যাত্রীদের খরচ বাড়ার পেছনে ডলারের মূল্য বৃদ্ধিকে বড় কারণ হিসেবে দেখছেন ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

কোন দেশে ব্যয় কতো	
বাংলাদেশ	৫,৮৯,৮০০ টাকা
ভারত	৪,৫০,০০০ টাকা
পাকিস্তান	৪,২৫,০০০ টাকা
ইন্দোনেশিয়া	৩,৫০,০০০ টাকা
মালয়েশিয়া	২,৫৮,০০০ টাকা

তিনি বলেছেন, ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রিয়ালের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হজের ব্যয় কমানো সম্ভব হয়নি। মন্ত্রী বলেন, সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনায় অনেক এলাকায় বাড়ি ও হোটেল ভেঙে ফেলায় বাড়ি ভাড়া ব্যয় এ বছর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈশ্বিক নানা কারণে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রিয়ালের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, মিনায়-আরাফায় তাঁবু ভাড়াসহ মোয়াল্লেম ফি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কারণে হজের ব্যয় আর কমানো সম্ভব হয়নি।

যদিও হজ এজেন্সিগুলো বলছে, হজ প্যাকেজের অতি উচ্চমূল্যের কারণে হজ গমনেচ্ছুদের অনেকের বাজেটে কুলাচ্ছে না। বর্তমানে দেশে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। সংসার চালাতে সাধারণ মানুষের হিমশিম অবস্থা। হজের জন্য যারা অল্প অল্প করে দীর্ঘদিন টাকা জমান তাদেরও বাজেটে টানাটানি। ফলে অনেকে হজে যেতে পারছেন না। তাদের অনেকেই হজের পরিবর্তে অল্প টাকায় ওমরাহের দিকে ঝুঁকছেন। এ ছাড়া প্যাকেজের বাইরে আগের তুলনায় অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। রিয়ালের তুলনায় টাকার মান আগের চেয়ে কমার কারণে প্যাকেজের বাইরের খরচ বেড়েছে। আগে ৪০০ রিয়াল দিয়ে কোরবানি দেয়া গেলেও এখন ৮০০ রিয়াল প্রয়োজন হচ্ছে।

হজ এজেন্সি আল নুর এয়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মাহবুব আলম বলেন, মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। এখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। এজন্য অনেক সাধারণ মানুষ হজে যেতে পারছেন না। গত বছর আমাদের এজেন্সি থেকে ৩০০ জনের বেশি হজ যাত্রী পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এবার ২৬৬ জন যাত্রী নিবন্ধন করেছেন। তিনি বলেন, সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী চলতি মৌসুমে এজেন্সিকে সর্বনিম্ন ২৫০ জন হজ যাত্রী পাঠাতেই হবে। আমরা একা ২৫০ যাত্রীর কোটা পূরণ করতে পারিনি। এজন্য অন্য এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে। তিনি বলেন, হজ যাত্রী কমে যাওয়ায় আমরাও সমস্যায় পড়েছি। এমন ক্রাইসিস আগে কখনো হয়নি। এ বছর অনেকে টাকা ফেরত নিয়ে গেছেন বলেও জানান তিনি।

নূর-ই-মক্কা মদিনা হজ সার্ভিসের কর্মকর্তা ওমর ফারুক বলেন, হজ নিবন্ধনের সময়সীমা কয়েক দফা বৃদ্ধির পরও এবার ৩৫ শতাংশ কোটা পূরণ হয়নি। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। হজের খরচ বেড়েছে, সেই সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো না। অনেকে আমাদের কাছে এসে বলেছে, ভাই ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভালো না। যদি সম্ভব হয় আগামী বছর যাবো। তিনি বলেন, গত বছর আমরা ১৭২ জন হজ যাত্রী পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু চলতি বছর ১১২ জন হজ যাত্রীকে পাঠাবো। ২৫০ যাত্রীর কোটা পূরণ করতে আরেক এজেন্সির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছি। আরেক হজ এজেন্সি আবাবিল হজ গ্রুপের ম্যানেজার জামাল উদ্দিন বলেন, আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকে হজে যেতে পারছে না। অনেকে দর কষাকষি করে। এ ছাড়া রিয়ালের তুলনায় টাকার মান কমে যাওয়ায় প্যাকেজের বাইরের খরচ বেড়েছে। বর্তমানে এক হাজার রিয়াল সমান ৩৩ হাজার টাকা। আগে এক হাজার রিয়াল সমান বাংলাদেশি মুদ্রার মূল্য ছিল ২২ হাজার টাকা। এই বাড়তি খরচ হজ যাত্রীদের ঘাড়ে পড়েছে। হজ প্যাকেজের বাইরে অন্তত ১ লাখ টাকা খরচ করতে হয় বলেও জানান তিনি। আল-নাসের এভিয়েশন সার্ভিসেস এর চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ্ আল-নাসের বলেন, আমাদের দেশের হাজি ৯০ শতাংশ আসে ব্রোকারের মাধ্যমে। মসজিদের মাওলানা, হাফেজ, ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে। তারা হজ যাত্রীদের ওমরা করতে আগ্রহী করে তুলছেন। তারা বুঝিয়েছেন যে, হজ করতে অনেক খরচ, দেড় লাখ টাকায় ওমরা করে আসেন। এভাবে তারা প্রায় আড়াই থেকে ৩ লাখ মানুষকে ওমরা করিয়েছেন। এজন্য এবার কোটা পূরণ হয়নি। এ ছাড়া অর্থনৈতিক সংকটও হজ যাত্রী কমার একটি কারণ। তবে হজের নামে ওমরা করার প্রবণতা বাড়ার কারণে হজ যাত্রী বেশি কমছে। তিনি বলেন, চলতি মৌসুমে কয়েকটি এজেন্সি যৌথভাবে ২৬৪টি জনকে হজে পাঠাচ্ছি। কারণ, এবার প্রতিটি এজেন্সিকে কমপক্ষে ২৫০ জন হজ যাত্রী পাঠানোর নিয়ম করা হয়েছে। কোটা পূরণ করতে যৌথভাবে পাঠানো হচ্ছে।

হজ এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) সভাপতি এম শাহাদাত হোসাইন তসলিম বলেন, এ বছর জাতীয় নির্বাচনের সময় হজের নিবন্ধন কার্যক্রম ছিল। নির্বাচনকালীন সময়ে অনেকে নিবন্ধন করেনি। এ ছাড়া প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে হজের নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু এ বছর আগেই শুরু হয়েছে। মানুষের প্রস্তুতি সেভাবে ছিল না। এজন্য হজ যাত্রী কমেছে। তিনি আরও বলেন, করোনার পর অনেকে ওমরা হজ করে ফেলেছেন। মানুষ এখন ওমরায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। হজ যাত্রী কমার এটাও একটি কারণ।

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane,
London E1 5JP

৩ যমজের মেডিকেল জয়, সামনে অনিশ্চয়তা

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ১৫ বছর আগে। এরপর শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে যমজ তিন ভাই। যমজ তিন জনই এবার মেডিকেলে চান্স পেয়েছেন। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে জয়ী হলেও

সামনে তিন ভাইয়ের পড়ার খরচ কীভাবে আসবে সেটা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় তারা। না মাঝপথে থেমে যেতে পারে তাদের স্বপ্ন আর পরিশ্রম। আর তা নিয়েই তাদের সংশয়।

যমজ ভাইদের একজন মাফিউল হাসান কথা বললেন মানবজমিন-এর সঙ্গে। বলেন, ২০০৯ সালে যখন বাবা গোলাম মোস্তফা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তখন আমরা খুবই ছোট। বাবার স্নেহ-মমতা কিছুই পাইনি।

মা আর্জিনা বেগম এসএসসি পাস করলেও বর্তমানে গৃহিণী। তিন যমজ ভাইয়ের মধ্যে মোঃ মাফিউল হাসান ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে এবং এবার মোঃ সাফিউল হাসান দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে ও মোঃ রাফিউল হাসান নোয়াখালী মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছেন। মাফিউল হাসান, সাফিউল হাসান এবং রাফিউল হাসান এসএসসি এবং এইচএসসিতে পড়াকালীনও চিন্তা করেননি তারা মেডিকেলে পড়বেন। পরবর্তীতে মেডিকেলে পড়াশোনারত বড় ভাইদের উৎসাহ এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিন যমজ ভাই মেডিকেলের কোচিং-এ ভর্তি হন। কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে দেশের তিন মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পান। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার লড়াইয়ে জয়ী হলেও সামনে তিন ভাইয়ের পড়ার খরচ কীভাবে আসবে সেটা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় তারা।

যমজ ভাইদের আরেকজন রাফিউল হাসান। তিনি জানান, পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর শুরুতে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। এরপর পরিচিত অন্যদের দিয়ে একাধিকবার রোল নম্বর চেক করানোর পরে নিশ্চিত হই। আমার অন্য দুই ভাইয়েরও একই অবস্থা। আমরা বয়সে দুই থেকে তিন মিনিটের ছোট বড়। তিনজনই পরিশ্রমী। নিয়মিত কোচিংয়ে ক্লাসের পাশাপাশি বাসায় দৈনিক প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছি। আমাদের পড়াশোনার খরচ জোগাতে মা তার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৬ বিঘা জমি বিক্রি করে দেন। নিজস্ব ফসলি জমি থাকলেও সংসারে সেভাবে উপার্জনক্ষম কেউ নেই এখন। মায়ের বয়স হয়েছে। সবার বড় বোন অনার্সের শিক্ষার্থী। আরেক ভাই এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করে আর নিয়মিত করেননি। আব্বু যখন মারা যান তখন আমরা খুব ছোট। তখন ততটা বুঝতাম না। বাবার ইচ্ছা ছিল আমরা বড় হয়ে পড়াশোনা করে মানুষের মতো মানুষ হবো। চিকিৎসক হবো এমন চিন্তা তখন বাবা কিংবা আমাদের মধ্যে ছিল না। বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে মা আমাদের সংসার খরচ এবং পড়াশোনার খরচ চালাতেন। যাকে বলে মধ্যবিত্ত। আমার দাদা-কাকা তারাও স্কুল শিক্ষক। কিন্তু প্রত্যেকেই আলাদা।

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় প্রত্যন্ত বথুয়াবাড়ী গ্রামের রাফিউল হাসান বলেন, আমাদের তিন ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন চিকিৎসক হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সেবা করবো। গরিব-অসহায়দের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবো। কিন্তু একসঙ্গে তিন ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ কীভাবে চলবে সেটা ভাবলেই চোখে অন্ধকার দেখি। স্বপ্নগুলো ফিকে হয়ে আসে। টিউশনি করে কতটা চালাতে পারবো জানি না। তবে সমাজের অনেকেই আছেন যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা যদি আমাদের তিন ভাইয়ের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ান তাহলে হয়তো নির্বিঘ্নে পড়াশোনা শেষ করতে পারবো। না হলে মাঝপথে থেমে যেতে পারে আমাদের স্বপ্ন আর পরিশ্রম।

তিনি বলেন, আমরা কত খুশি হয়েছি প্রকাশ করতে পারবো না। গ্রামের লোকজন যখন দেখতে আসে তখন মনের জোর আরও বেড়ে যায়। মায়ের বরাত দিয়ে রাফিউল বলেন, আমার মা নিজে কষ্ট করে জমি বিক্রি করে আমাদের পড়ালেখা করিয়েছেন। মায়ের দু'চোখে এখন কেবলই স্বপ্ন আমরা তিন ভাই সফল চিকিৎসক হবো। গ্রামের লোকজন আমাদের ফলাফলে খুবই আনন্দিত। এই শিক্ষার্থী বলেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কঠোর অধ্যবসায় এবং চেষ্টা থাকলে মানুষের জীবনে অসাধ্য বলে কিছু নেই।

পহেলা ফাগুন, ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : মাঘের শীতকে বিদায় জানিয়ে প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন। ফাগুনের ঝিরিঝিরি হাওয়ার সঙ্গে কোকিলের কুহুতান মন ভরিয়ে দেয়। চোখ জুড়িয়ে যায় বাগানের রক্তিম পলাশ, অশোক, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন পারিজাত, মণিমালা, মহুয়া, রুদ্রপলাশ, কুসুম, মাধবী আর গাঁদার ছোট ছোট ফুলের বর্ণিল রূপে। আবহমান বাংলার প্রকৃতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার ফাগুনের ছোঁয়া। গাছে গাছে নতুন পত্র-পল্লব। বকুল বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পূবের সূর্য। কবির ভাষায় বলছে, 'নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুল-বিছানো পথে/ এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু/ এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।' আজ পহেলা ফাগুন। ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন। বাসন্তী মোহে মুগ্ধ প্রেমিকযুগল আজ একে অপরকে আবার বলবে- ভালোবাসি।

শুধু তারুণ্য নয়, দিবসটি উদ্‌যাপনে বাড়তি আগ্রহ থাকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা থেকে শুরু করে সবার। বন্ধু-বান্ধব, বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা কাছের অন্য কেউ- সবাই একে অপরকে শুভেচ্ছ জানান ভালোবাসা দিবসের। গোলাপের পাপড়িতে যেটি আরও রঙিন। লাল-হলুদ পোশাকেও জড়িয়ে আছে বসন্তের রঙ। বিশেষ করে মেয়েদের বাড়তি সাজসজ্জা ঋতু রাজকে আরও রঙিন করে। বাসন্তী রঙের শাড়ির সঙ্গে খোঁপায় শোভা পাবে হলুদ গাঁদা ও লাল গোলাপের টায়রা। বরাবরের মতো এবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হবে পহেলা ফাগুন। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে থাকবে বসন্ত কথনপর্ব, প্রীতি বন্ধনী বিনিময়, আবির বিনিময়, দলীয় সংগীত, আবৃত্তি, একক আবৃত্তি, একক সংগীত পাঠ, নৃত্য, আদিবাসীদের পরিবেশনা। এ ছাড়াও থাকবে শিশু-কিশোরদের পরিবেশনা। এরপর বকুলতলা থেকে বের হবে বসন্ত র‍্যালি। ফাগুন ও ভালোবাসা দিবসের সঙ্গে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে অমর একুশে বইমেলা। চারুকলায় সকালে বসন্ত বরণ শেষে বিকালে সবাই ছুটবে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আয়োজন অমর একুশে বইমেলায়। নগরজীবনের কোলাহল থেকে মুক্তি পেতে মানুষ সারা বছর এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও তার আশপাশ থাকে কোলাহলপূর্ণ। বসন্ত মানেই নতুন কলেবর। বসন্ত মানেই পূর্ণতা। তরুণ-তরুণীর বাসন্তী সাজ বাংলার রাজপথ, পার্ক সর্বত্র স্থানকে রঙিন করে তুলবে। গণমানুষের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক/আজ বসন্ত।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

*Competitive fees
*Excellent service

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ বিশিষ্টজন

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ঘোষণা করা হয়েছে একুশে পদক। ভাষা আন্দোলন, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মঙ্গলবার ২০২৪ সালের একুশে পদকের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এবার ভাষা আন্দোলনে মরণোত্তর একুশে পদক পাচ্ছেন মো. আশরাফুদ্দীন আহমদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর)।

শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংগীতে একুশে পদক পাচ্ছেন জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর), বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর), এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর) ও শুভ্র দেব। নৃত্যকলায় সম্মাননা পাচ্ছেন শিবলী মোহাম্মদ, অভিনয়ে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীর, আবৃত্তিতে খান মো. মুস্তাফা ওয়ালীদ (শিমুল মুস্তাফা) ও রূপা চক্রবর্তী।

চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিংয়ে কাওসার চৌধুরীকে একুশে পদক দেয়া হচ্ছে। সমাজ সেবায় এ সম্মাননা পাচ্ছেন আলহাজ রফিক আহামদ ও মো. জিয়াউল হক। এ ছাড়া, ভাষা ও সাহিত্যে পদক পাচ্ছেন কবি ড. মুহাম্মদ সামাদ, লুৎফর রহমান রিটন ও মিনার মনসুর।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

ঘটনার তদন্ত চেয়ে রিট

কারাগারে বিএনপির ‘১৩ নেতা-কর্মীর’ মৃত্যু

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : কারাগারে গত কয়েক মাসে বিএনপির ১৩ জন নেতা-কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন ও তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিলের নির্দেশনা চেয়ে রিট হয়েছে। রোববার সকালে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোঃ আ তাবুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ থেকে রিটটি দায়েরের জন্য অনুমতি নেওয়া হয়।

এরপর হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় রিটটি দায়ের করেন বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল। পরে রিট আবেদনকারী আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন, কারাবন্দী বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন জেলার ১৩ জন মারা গেছেন। কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় এই মৃত্যুর দায় কারা কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্র এড়াতে পারে না। দায় এড়ানো কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না এবং ১৩ জনের পরিবারকে কেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না–এ বিষয়ে রুল চাওয়া হয়েছে। অন্তবর্তীকালীন নির্দেশনায় মৃত্যুর ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কারাগারের কারা কর্তৃপক্ষকে আ দালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় যে মৃত্যুগুলো ঘটেছে, সেগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ দেশের মানবাধিকার সংস্থার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে (কমিটিতে কারা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ না রেখে) তদন্তের নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে। শিগগিরই রিটের ওপর শুনানি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এর আগে ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর নয়াপলটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেন, গত তিন মাসে কারাগারে নির্যাতনে বিএনপির ১৩ নেতার মৃত্যু হয়েছে। কারাগারে কারাবিধির সব সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়ে বন্দী নেতা-কর্মীদের ওপর বীভৎস নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। তাঁদের খাওয়ার কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না।

বিএনপির লিফলেট কর্মসূচি ‘নেই কাজ তো খই ভাজ’: ওবায়দুল কাদের

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিএনপির লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিকে ‘নেই কাজ তো খই ভাজ’ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

গত সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার আগে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ম্যানতিতস্কি।

বিএনপির কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার তো গত ২৮ তারিখে (২৮ অক্টোবর) পড়ে যায়, ইলেকশন করতে পারব না। ইলেকশন করলে সরকার গঠন করতে পারব না, সরকার গঠন করলে সরকার টিকবে না। প্রথম বলা হয়েছিল পাঁচ দিনও টিকবে না, পরে বলা হয়েছিল ১৫ দিনও টিকবে না। ৭ জানুয়ারি নির্বাচন হলো, এখন তো ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ। বিএনপির এখন লিফলেট বিতরণ, এটি একটা ‘অ্যাকশন প্রোগ্রাম’। এটা অনেকটা-নেই কাজ তো খই ভাজ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘এই আন্দোলনে কোনো লাভ নেই। ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের এটিই যদি চেহারা হয়, তাহলে বিরোধীদল হিসেবে বিএনপি খাদের কত গভীরে যাচ্ছে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে। কিনারায় কিনারায় ছিল, এখন গভীরে যাচ্ছে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপিকে পাত্তা দিচ্ছেন না এটা ঠিক না। বিএনপি এখনো একটি বড় দল। তারা এখন নিষ্ক্রিয় আ ছে। রাজনীতিতে ভুল করেছে, ভুলের চোরাবালিতে তারা আটকে আছে। রাজনীতিতে তাদের ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে, সেই কথা তিনি (ওবায়দুল কাদের) বলেছেন।

বিরোধী দল আছে, থাকবে। কার অবস্থান জনগণের চোখে কখন কী হবে, জনগণ কাকে কী চোখে দেখবে, সেটা সময়ের পরিবর্তনে সবকিছু স্পষ্ট হবে।

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ফিরে যাবেন বলে জানান ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ফিরিয়ে নেবে, সেই বিষয়ে দ্বিমত নেই। এটি একটি প্রক্রিয়ার বিষয়। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ম্যানতিতস্কির সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গে টেনে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, ‘আমরা সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখতে চাই এবং আমাদের যে সম্পর্ক আছে তা উন্নয়ন করতে চাই।’

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

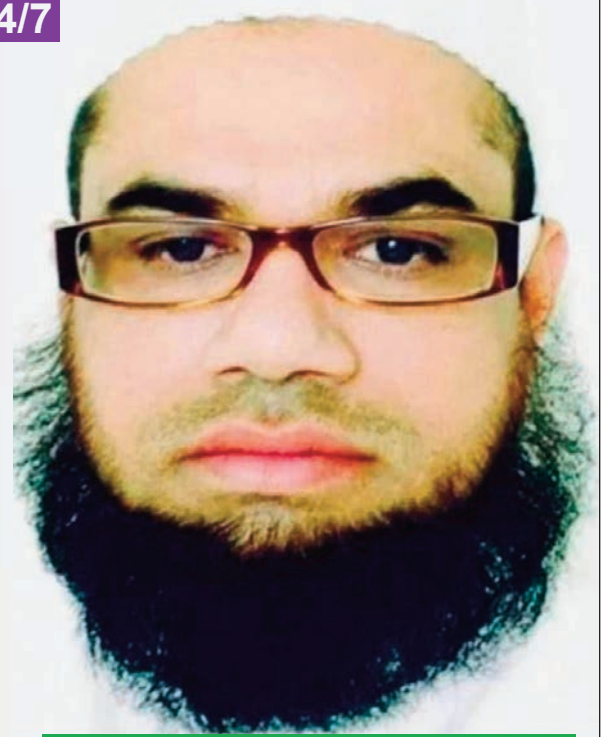

baRakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play | Money Transfer
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

‘কিশোর গ্যাং’ প্রশ্রয় দেন ঢাকার ২১ কাউন্সিলর

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান এলাকায় বছর সাতেক আগে ১১ জন ব্যক্তি মিলে ৪ শতাংশ জমি কেনেন। তিন মাস আগে সেই জমিতে ভবন নির্মাণ করতে গেলে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন স্থানীয় ‘গাংচিল বাহিনী’র সদস্যরা। জমির মালিকেরা পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দিয়ে ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করতে পেরেছেন।

মালিকদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাঁদার টাকা দিতে একটু দেরি হয়েছিল। সে কারণে নির্মাণশ্রমিকদের মারধর করা হয়েছিল। গাংচিল বাহিনীকে চাঁদা না দিয়ে ওই এলাকায় কোনো ভবন নির্মাণ করা যায় না।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংচিল বাহিনীর নেতা মো. মোশারফ হোসেন ওরফে লম্বু মোশারফ পুলিশের তালিকাভুক্ত অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ১৫টি মামলা রয়েছে। তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে প্রশ্রয় দেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আসিফ আহমেদ।

আসিফ আহমেদ গত ২১ জানুয়ারি বলেন, ‘আমার সঙ্গে কোনো অপরাধীর সখ্য নেই। আমি চার বছর হলো রাজনীতিতে এসেছি। এসব অপরাধী আগে থেকেই এলাকায় ছিল।’ অবশ্য এলাকাবাসী বলছেন, আসিফ কাউন্সিলর হয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে বরং তাদের প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করেন। গাংচিল বাহিনীর সদস্যরা আসিফের সভা ও মিছিলে অংশ নেন। মোশারফের পাশে বসা অবস্থায় আসিফের ছবিও রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মোশাররফ যুবলীগের পদ পাওয়ার চেষ্টায় আছেন।

প্রথম আলোর অনুসন্ধান ও পুলিশের নিজস্ব প্রতিবেদন সূত্রে ঢাকায় গাংচিল বাহিনীর মতো অন্তত ৮০টি বাহিনীর খোঁজ পাওয়া গেছে, যেগুলোর বেশির ভাগ ‘কিশোর গ্যাং’ নামে পরিচিত। নামে কিশোর গ্যাং হলেও এসব বাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যের বয়স ১৮ বছরের বেশি। তাঁরা ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জমি দখলে সহায়তা, ইন্টারনেট সংযোগ, কেব্?ল টিভি (ডিশ) ব্যবসা ও ময়লা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, উত্ত্যক্ত করা, যৌন হয়রানি করা, হামলা, মারধরসহ নানা অপরাধে জড়িত।

গাংচিল বাহিনীর সদস্যরা আসিফের সভা ও মিছিলে অংশ নেন। মোশারফের পাশে বসা অবস্থায় আসিফের ছবিও রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মোশাররফ যুবলীগের পদ পাওয়ার চেষ্টায় আছেন।

বাহিনীগুলোর নেতাদের কেউ কেউ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি করেন। কেউ কেউ রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও আশ্রয় পান রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে। পুলিশের একটি প্রতিবেদনে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের অন্তত ২১ জন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ‘গ্যাং’ প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ এসেছে।

সারা দেশের ‘কিশোর গ্যাং’ নিয়ে পুলিশ প্রতিবেদন তৈরি করেছিল ২০২২ সালের শেষ দিকে। এতে বলা হয়েছে, সারা দেশে অন্তত ১৭৩টি কিশোর গ্যাং রয়েছে। বিভিন্ন অপরাধে এদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে ৭৮০টি। এসব মামলায় আসামি প্রায় ৯০০ জন। রাজধানীতে কিশোর গ্যাং রয়েছে ৬৬টি। চট্টগ্রাম শহরে আছে ৫৭টি। মহানগরের বাইরে ঢাকা বিভাগে রয়েছে ২৪টি গ্যাং। বেশির ভাগ বাহিনীর সদস্য ১০ থেকে ৫০ জন।

ঢাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পুলিশের প্রতিবেদনে যে চিত্র উঠে এসেছিল, তার চেয়ে এখন পরিস্থিতি খারাপ। যেমন পুলিশের তালিকার বাইরে ঢাকায় আরও অন্তত ১৪টি কিশোর গ্যাংয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে।

ডিএমপি সূত্র বলছে, ২০২৩ সালে রাজধানীতে যত খুন হয়েছে তার ২৫টির কিশোর গ্যাং সংশ্লিষ্ট।

বাহিনীগুলো শুধু অপরাধই করে না, আধিপত্য বজায় রাখতে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়ায়। ডিএমপি সূত্র বলছে, ২০২৩ সালে রাজধানীতে যত খুন হয়েছে তার ২৫টির কিশোর গ্যাং সংশ্লিষ্ট।

কিশোর গ্যাং নতুন করে আলোচনায় এসেছে ৯ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে একটি খুনের ঘটনায়। ওই দিন ছাত্রীদের উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করার জেরে নীরব হোসেন (১৭) নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত করে খুন করেন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।

এর আগে ৩ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীর চর থেকে মিলন হোসেন (২৭) নামের যুবকের ৯ টুকরা লাশ উদ্ধার করা হয়। হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার হন জেলা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি এস কে সজীব। পুলিশ বলছে, তিনি একটি কিশোর গ্যাংয়ের নেতা।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় একসময় শীর্ষ সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। এখন ক্ষমতাসীন দল এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কোনো কোনো নেতার নাম আসছে। অপরাধী বাহিনীর রাজনৈতিক সংযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান ৯ ফেব্রুয়ারি বলেন, ‘যারা কিশোর গ্যাংয়ের নামে অপরাধ কার্যক্রম চালায়, তাদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলব। সন্ত্রাসীদের কোনো নির্দিষ্ট দল নেই।’ তিনি বলেন, ‘অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত সন্ত্রাসীরা যে-ই হোক না কেন, আমরা তাদের শক্ত হাতে দমন করছি, ভবিষ্যতেও করব।’

অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাহিনীগুলো একদিনে গড়ে ওঠেনি। রাজনীতিবিদদের প্রশ্রয় ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় এসব বাহিনী এখন ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। রাজধানীতে, বড় শহরে মানুষের নিরাপদ বসবাসের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে উঠেছে এসব বাহিনী।

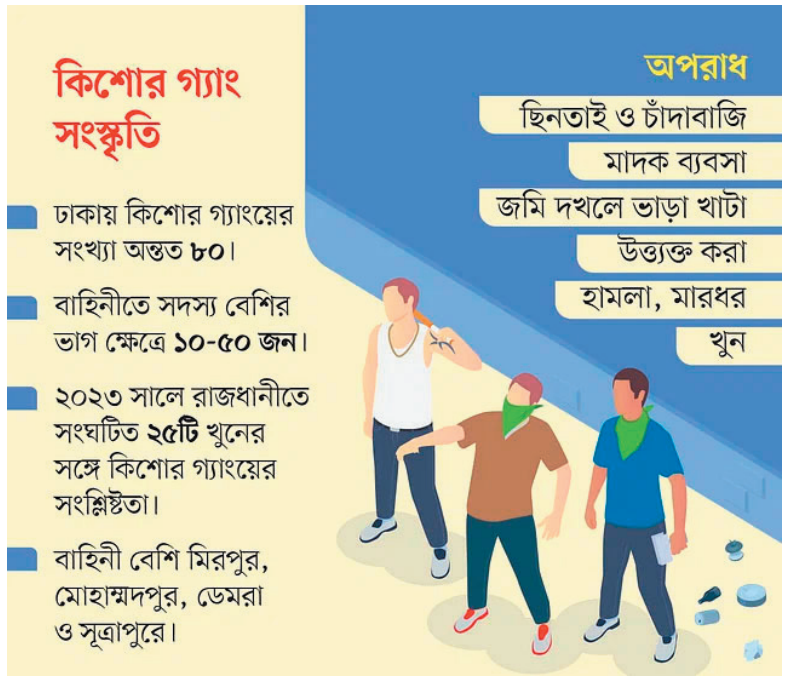

যারা কিশোর গ্যাংয়ের নামে অপরাধ কার্যক্রম চালায়, তাদেরকে আমরা সন্ত্রাসী বলব। সন্ত্রাসীদের কোনো নির্দিষ্ট দল নেই। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান।

২১ কাউন্সিলরের নাম: পুলিশের প্রতিবেদনে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জহিরুল ইসলাম (মানিক), ৫ নম্বরের আবদুর রউফ, ৬ নম্বরের তাইজুল ইসলাম চৌধুরী, ৭ নম্বরের তফাজ্জল হোসেন, ৯ নম্বরের মজিব সরোয়ার (মাসুম), ৩০ নম্বরের আবদুল কাশেম, ৩১ নম্বরের শফিকুল ইসলাম (সেন্টু) ও ৩৪ নম্বরের শেখ মোহাম্মদ হোসেনের নাম এসেছে কিশোর গ্যাংয়ের আশ্রয়দাতা হিসেবে।

একই অভিযোগে পুলিশের প্রতিবেদনে নাম এসেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম (বাবলা), ৩১ নম্বরের শেখ মোহাম্মদ আলমগীর, ৩৩ নম্বরের মো. আউয়াল হোসেন, ৩৮ নম্বরের আহমেদ ইমতিয়াজ মন্নাফী, ৪৬ নম্বরের মো. শহিদ উল্লাহ, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের আবুল কালাম (অনু), ৫০ নম্বরের মাসুম মোল্লা, ৬১ নম্বরের জুম্মন মিয়া, ৬২ নম্বরের মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, ৬৭ নম্বরের মো. ইবরাহীম, ৬৮ নম্বরের মাহমুদুল হাসান (পলিন), ৬৯ নম্বরের সালাহ্উদ্দিন আহম্মেদ ও ৭০ নম্বরের মোহাম্মদ আতিকুর রহমানের।

পুলিশের প্রতিবেদনে নাম আসা ১০ জন কাউন্সিলরের সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। পাঁচজন বলেছেন, তাঁদের এলাকায় ‘কিশোর গ্যাং’ই নেই। বাকিরা প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। যেমন উত্তর সিটির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবদুর রউফ ৯ ফেব্রুয়ারি বলেন, ‘আমি ২০ বছর ধরে এলাকার কাউন্সিলর। কারা অপরাধীদের প্রশ্রয়দাতাদের তালিকায় আমার নাম দিলেন, সেটা আমার জানা নেই।’

অবশ্য এলাকাবাসীর কেউ কেউ বলছেন, কাউন্সিলররাই এখন এলাকার সর্বেসর্বা। তাঁরা প্রশ্রয় না দিলে তাঁদের এলাকায় বাহিনী পরিচালনা অসম্ভব।

মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের দায়িত্বশীল এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাউন্সিলর, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাদের কেউ কেউ অপরাধী চক্রগুলোকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন। তিনি বলেন, ঢাকায় কাউন্সিলর হতে এখন অনেক টাকা খরচ। চাঁদাবাজি, ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, দরপত্র নিয়ন্ত্রণ ও মাদক ব্যবসার ভাগ নেন কোনো কোনো কাউন্সিলর।

আমি ২০ বছর ধরে এলাকার কাউন্সিলর। কারা অপরাধীদের প্রশ্রয়দাতাদের তালিকায় আমার নাম দিলেন, সেটা আমার জানা নেই।

‘গ্যাং’ বেশি মিরপুরে: ডিএমপির আটটি বিভাগের মধ্যে যেসব এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের বসবাস বেশি, সেখানেই গ্যাং বেশি। এর একটি মিরপুর। ডিএমপির মিরপুর বিভাগের সাতটি থানা এলাকায় সক্রিয় ১৬টি বাহিনী।

সবচেয়ে বড় গ্যাং রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য নাবিল খানের। পুলিশ বলছে, তাঁর গ্যাংয়ের সদস্যরা নানা অপরাধে জড়িত। মিরপুর মাজার রোড থেকে গাবতলী বাস টার্মিনাল পর্যন্ত দোকানপাট, কারখানা, রিকশা গ্যারেজ ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে চাঁদা তোলেন নাবিল খান ও তাঁর বিরোধী পক্ষ ইসলাম বাহিনীর সদস্যরা। এই চাঁদাবাজির একক নিয়ন্ত্রণ নিতেই গত অক্টোবরে শাহ আলম নামে নাবিলের এক অনুসারীকে মারধর করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

নাবিল খান বলেন, অপরাধ করে অনেকে তাঁর লোক বলে পরিচয় দেন। অপরাধীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। মিরপুর মাজার রোড থেকে গাবতলী বাস টার্মিনাল পর্যন্ত দোকানপাট, কারখানা, রিকশা গ্যারেজ ও বিভিন্ন যানবাহন থেকে চাঁদা তোলেন নাবিল খান ও তাঁর বিরোধী পক্ষ ইসলাম বাহিনীর সদস্যরা। এই চাঁদাবাজির একক নিয়ন্ত্রণ নিতেই গত অক্টোবরে শাহ আলম নামে নাবিলের এক অনুসারীকে মারধর করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অবশ্য মিরপুরে সংশ্লিষ্ট এলাকার কেব্?ল টিভির (ডিশ) সংযোগদাতা, ইন্টারনেট, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিক্রেতা এবং ফুটপাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলছেন, নাবিলের বাহিনীকে চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করা কঠিন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মিরপুরের এক ইন্টারনেট ব্যবসায়ী বলেন, আগে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের চাঁদা দিতে হতো। এখন দিতে হয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার বাহিনীকে। চাঁদা না পেলে বাহিনী পাঠিয়ে দোকানে ভাঙচুর করা হয়। গত ৮ জানুয়ারি মিরপুরের মাজার রোড এলাকার আয়েশা সুপার মার্কেটে হামলা করেছিল নাবিলের সহযোগী শফিকুল রহমানের (অতুল) লোকজন।

নাবিলের বাহিনী ছাড়া মিরপুরে ১৩টির মতো গ্যাং রয়েছে। যাদের নাম ভাস্কর বাহিনী, রিংকু বাহিনী, আশিক বাহিনী, পটেটো বাবু বাহিনী, ডিজে রোমান বাহিনী, ম্যাক্স পলু বাহিনী, রুবেল বাহিনী, অনিক বাহিনী, পারভেজ বাহিনী, মিলন বাহিনী, বাট্টু বাহিনী, বাবলা বাহিনী, শরিফ ওরফে ডাসা বাহিনী।

বাহিনীগুলোর বিষয়ে অনুসন্ধানকালে গত ২০ জানুয়ারি পল্লবীর কালশীতে যান এই প্রতিবেদক। ওই দিন সন্ধ্যায় আশিক বাহিনীর সদস্যরা ম্যাক্স পলুর ওপর হামলা করে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। পরে পলু বলেন, ‘আমি আগে নানা অপরাধে জড়িত ছিলাম। এখন ভালো হয়ে এলাকার একটি মোটরসাইকেল মেরামতের দোকানে কাজ করি। কী কারণে তারা আমার ওপর হামলা করল বুঝতে পারছি না।’

অবশ্য স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য ভিন্ন। তাঁরা বলছেন, মুঠোফোন ছিনতাই নিয়ে বিরোধে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর হামলা করেছে। মিরপুরে আরেকটি বাহিনীর নাম ভাস্কর বাহিনী। সাঈদ ইকবাল ভাস্কর এই বাহিনীর প্রধান। তিনি মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি সহ নানা অপরাধে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সাঈদ এসব অপরাধ করেন তাঁর মামা মিরপুর থানা আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আনোয়ার হোসেনের আশ্রয়ে।

নাবিলের বাহিনী ছাড়া মিরপুরে ১৩টির মতো গ্যাং রয়েছে। যাদের নাম ভাস্কর বাহিনী, রিংকু বাহিনী, আশিক বাহিনী, পটেটো বাবু বাহিনী, ডিজে রোমান বাহিনী, ম্যাক্স পলু বাহিনী, রুবেল বাহিনী, অনিক বাহিনী, পারভেজ বাহিনী, মিলন বাহিনী, বাট্টু বাহিনী, বাবলা বাহিনী, শরিফ ওরফে ডাসা বাহিনী।

অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে আনোয়ার হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হয়। খুদে বার্তা পাঠানো হয়। কিন্তু সাড়া পাওয়া যায়নি। সাঈদের বিরুদ্ধে মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সাঈদ কোনো অপরাধ করেই তাঁর মামা আনোয়ার হোসেনের বাসায় আশ্রয় নেন।

মিরপুর মডেল থানার লাভ রোড এলাকায় ছক্কা রেস্টুরেন্ট নামের একটি খাবারের দোকান রয়েছে। দোকানটির মালিক বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়। দোকানের বর্ধিতাংশ জাহাজের কনটেইনার দিয়ে তৈরি। গত বছর ৪ মার্চ কনটেইনারটি চুরি করে ধানমন্ডিতে নিয়ে যান রিংকু বাহিনীর সদস্যরা। মিরপুর থানায় এ নিয়ে মামলা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দিনদুপুরে খাবারের দোকানটিতে ভাঙচুর চালান রিংকু বাহিনী।

অনুসন্ধানে জানা যায়, রিংকু বাহিনীর প্রধান রিপন মাহমুদ ওরফে রিংকু। তাঁর বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

মোহাম্মপুরে দিনদুপুরে সন্ত্রাস

মোহাম্মদপুরে সক্রিয় অন্তত ১১টি বাহিনী। গাংচিল ছাড়াও রয়েছে কবজি কাটা গ্রুপ, বিরিয়ানি সুমন গ্রুপ, শুটার আনোয়ার গ্রুপ, আকাশ গ্রুপ, লও ঠেলা, দে ধাক্কা, এলেক্স সুমন, লাল বাহিনী ও লাড়া দে নামের অপরাধী চক্র।

ইন্টারনেটে খোঁজ করলেই এসব বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ভিডিও সামনে আসে। মাস পাঁচেক আগে র‍্যাবের দেওয়া একটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, এক তরুণকে দিবালোকে রাস্তায় ফেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাচ্ছেন ‘কবজি কাটা বাহিনী’র সদস্যরা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, প্রায়ই বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় মারামারি লিপ্ত হন, হামলা করেন। এতে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। মোহাম্মদপুরের রিং রোডের একজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ক্যাম্প বাজার থেকে একদল তরুণ মাঝেমধ্যে বেরিয়ে কোনো না কোনো দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া বাধান। এরপর ভাঙচুর করেন। এই সুযোগে দোকানে দোকানে লুটপাট করেন।

মোহাম্মদপুরে সক্রিয় অন্তত ১১টি বাহিনী। গাংচিল ছাড়াও রয়েছে কবজি কাটা গ্রুপ, বিরিয়ানি সুমন গ্রুপ, শুটার আনোয়ার গ্রুপ, আকাশ গ্রুপ, লও ঠেলা, দে ধাক্কা, এলেক্স সুমন, লাল বাহিনী ও লাড়া দে নামের অপরাধী চক্র।

‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ কর্মসূচি বিএনপির

ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি : ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ শিরোনামে একটি প্রচারপত্র তৈরি করে সেটি সারা দেশে বিতরণের মাধ্যমে গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছে বিএনপি। গত ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনকে ‘ডামি’ আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবি ছাড়াও সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচন দাবি করা হয় প্রচারপত্রে। মঙ্গলবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব মহানগরে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি সব উপজেলা, থানা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণসংযোগ ও প্রচারপত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে ছয় দিনের এই কর্মসূচি শেষ হবে। এর মধ্যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে দোয়ার কর্মসূচি রয়েছে।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, মূলত নতুন করে আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে প্রচারপত্র তৈরি করে সারা দেশে গণসংযোগের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক মাস ঘুরেফিরে এ ধরনের কর্মসূচি করা হবে। প্রচারপত্রে সরকারের দুর্নীতি, বড় বা মেগা প্রকল্পে লুটপাট, বিদেশি ঋণ, দ্রব্যমূল্যের সীমাহীন ঊর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক সংকট এবং খালেদা জিয়াসহ কারাবন্দী নেতাদের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

এ ছাড়া প্রচারপত্রে বলা হয়, ডামি ও প্রহসনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসা একদলীয় সরকার ও এক ব্যক্তির শাসন কায়েমের জন্য দেশের স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব বিদেশি প্রভুদের কাছে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের সব গণতান্ত্রিক কার্যক্রম রাষ্ট্রযন্ত্রের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা

হচ্ছে। জনগণ এই পরিস্থিতির অবসান চান। জনগণ বাঁচতে চান এবং দেশকে বাঁচাতে চান।

প্রচারপত্রে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এই সরকারের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি। প্রচারপত্রের শেষে বলা হয়, ‘এই ন্যায়যুদ্ধে বিজয় আমাদের হবেই।’

বিএনপি ছাড়া অলি আহমেদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও চারদলীয় জোট গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যও ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ শিরোনামে প্রচারপত্র তৈরি করেছে।

বিএনপি ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ‘দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও’ স্লোগান নিয়ে ভোটের প্রচার করেছিল।

নেতা-কর্মীদের নিয়ে আজ ঢাকার ফকিরাপুল এলাকায় প্রচারপত্র বিতরণ করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন জনগণের প্রত্যাখ্যাত নির্বাচন। সেই নির্বাচন করে তারা (সরকার) এখন আত্ম-অহমিকা দেখাচ্ছে। তারা জোর করে তাদের দখলদারি ক্ষমতা মানুষের সামনে দেখাতে চাচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠছে বলে দাবি করে রিজভী বলেন, ডামি নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সবাইকে একত্র হয়ে রাজপথে নামতে হবে। সেই লক্ষ্যে গণসংযোগের কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে রিজভী কর্মসূচিতে বলেন, ‘আপনি বলেছেন, জিয়াউর রহমানের সময়ে সেনাবাহিনীতে নাকি অনেক দমন করা হয়েছে, অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে করলে তো সেখানে বিচার হবেই। জিয়াউর রহমান আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার করেছেন। আর আপনি সামরিক কর্মকর্তাদের গায়েব করে দিয়েছেন, অদৃশ্য করে দিয়েছেন।’

নিখোঁজ সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আযমীর নাম উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘আমান আযমী কোথায়? সে কি গায়েব হয়নি আপনার সরকারের সময়ে?’

রিজভী আরও বলেন, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সিরাজ শিকদারসহ জাসদ ও বিরোধী দলের ভিন্নমতের ২০ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। একইভাবে এই সরকারের আমলে অসংখ্য নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলমসহ অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গুম করা হয়েছে, অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে।

সকালে ফকিরাপুল এলাকায় পথচারী, ফুটপাতের দোকানদার ও যানবাহনের যাত্রীদের হাতে প্রচারপত্র তুলে দেন রুহুল কবির রিজভী। এ সময় তাঁর সঙ্গে বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোনায়েমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আজ দুপুরে রাজধানীর পল্লবী এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারপত্র বিতরণ করেন সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব আমিনুল হক। এ সময় তাঁর সঙ্গে পল্লবী থানা বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পথচারী, রিকশা, ভ্যান, বিভিন্ন গাড়িচালক ও দোকানদারদের হাতে প্রচারপত্র বিলি করেন।

প্রচারপত্র বিতরণের সময় আমিনুল হক বলেন, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কারাগারে আটক রেখে ডামি প্রার্থী, ডামি ভোটার আর ডামি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ডামি নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় বসেছে। তারা ২০১৪ সালে বিনা ভোটে, ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে করে অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসে। এদের কাছে রাষ্ট্র নিরাপদ নয়, দেশের স্বাধীনতা নিরাপদ নয়।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address:
319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm
For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

যৌন কেলেঙ্কারিতে উত্তপ্ত ৪ বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দেশের শীর্ষ ৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে অস্থিরতা। যৌন হয়রানি ও কেলেঙ্কারির ঘটনায় উত্তপ্ত ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছেন এক ছাত্রী। এ ঘটনার বিচার দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে আটকে রেখে এক নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এরই প্রেক্ষিতে ওইদিন রাত থেকেই বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে শাস্তি চেয়ে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে।

শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠা শিক্ষক নাদির জুনায়েদকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নাদির জুনায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক।

গতকাল বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক আবুল মনসুরের কাছে রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে আসা চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। যেখানে বলা হয়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাকে সবধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নিমিত্তে ৩ মাসের ছুটিতে থাকবেন নাদির জুনায়েদ।

চিঠিতে পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় অধ্যাপক নাদির জুনায়েদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্তে কমিটি গঠনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়ার কথাও জানানো হয়।

গত ১০ই ফেব্রুয়ারি নাদির জুনায়েদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ আনেন বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী। দেড় বছর ধরে এই শিক্ষকের দ্বারা যৌন হয়রানির স্বীকার হয়েছেন বলে ওই শিক্ষার্থী প্রক্টর বরাবর দেয়া লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন।

এরপরই এই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন ব্যাপক আন্দোলন বিক্ষোভে নামে। মানববন্ধন, মশাল মিছিল, অভিযুক্ত শিক্ষকের রুমে তালা দেয়ার পর সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা তার শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।

গতকাল ওই শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে দ্বিতীয় দিনের মতো বিভাগের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। তারা নাদির জুনায়েদের কক্ষ ও বিভাগের ৪টি কক্ষে তালা দিয়ে ভিসি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এ সময় তারা ভিসি অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামালকে তিনদফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দেন। সেখানে তাদের অবস্থানের মুখেই অধ্যাপক নাদিরকে ৩ মাসের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নাদির জুনায়েদ। যৌন হয়রানির অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' ও 'উদ্দেশ্যমূলক' বলেও দাবি করেছেন তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন: বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে স্বামীকে আটকে রেখে তার স্ত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমানসহ ৪ জনকে আটক করে পুলিশ। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংলগ্ন জঙ্গলে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধ গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ মাদকের সিন্ডিকেট চি□ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়াসহ পাঁচদফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। গতকাল নতুন প্রশাসনিক ভবন প্রতীকী অবরোধ করা হয়। সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্লাটফর্ম 'নিপীড়ন বিরোধী মঞ্চ'-এর ব্যানার থেকে এ অবরোধ করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: গত ৩১শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষার্থী একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মাহবুবুল মতিনের বিরুদ্ধে।

এতে তিনি লেখেন, থিসিস চলাকালীন আমার সুপারভাইজার কর্তৃক যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হই। থিসিস শুরুর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বিভিন্ন যৌন হয়রানিমূলক; যেমন- জোর করে হাত চেপে ধরা, শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করা, অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত শব্দের ব্যবহার করা। কেমিক্যাল আনাসহ আরও বিভিন্ন বাহানায় তিনি আমাকে তার রুমে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক জাপটে ধরতেন। এরমধ্যে গত ১৩ই জানুয়ারি আনুমানিক ১২টা নাগাদ কেমিক্যাল দেয়ার কথা বলে রুমে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এমতাবস্থায় তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তার পক্ষে দৈনন্দিন ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার এই অভিযোগ ওঠার পর এর প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলন করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। বিচারের দাবিতে গত ৩১শে জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে আন্দোলন করছে শিক্ষার্থীরা।

গতকাল অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কার না করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলমান থাকবে বলে জানান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আশ্বাস দিলেও মাঠে থেকেই বিচার নিশ্চিত করতে চান তারা। আন্দোলনের বিষয়ে রসায়ন বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী রেজাউল করিম বলেন, আমরা ওই শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য ৯ দিনের মতো আন্দোলন করছি। আমাদের বোনকে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণচেষ্টার মতো জঘন্য ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে এরকম নিকৃষ্ট কাজ কেউ করার চিন্তাও মাথায় না আনে। বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্লাসে ফিরবো না। তাকে যদি শাস্তি না দেয়া হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো।

এ ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি কাজ করেছে। কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. জরিন আখতার। আজ কমিটির প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা রয়েছে। এ বিষয়ে চবি ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার বলেন, তদন্ত কমিটি এ ঘটনায় দিনরাত কাজ করছে। তদন্ত কমিটি প্রতিনিয়ত বৈঠক করে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও তাদের তদন্ত চলমান রয়েছে।

বাকৃবি শিক্ষার্থীর শ্লীলতাহানি: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) প্রতিনিধি মুসাদ্দিকুল ইসলাম তানভীর জানান, গত ৯ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল জব্বারের মোড় হতে শাহজালাল পশুপুষ্টি মাঠ গবেষণাগার সংলগ্ন রাস্তায় শ্লীলতাহানির শিকার হন পশুপালন অনুষদের এক নারী শিক্ষার্থী।

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

Tel: 0207 377 7513
Mob: 07944 244295
SIGNS | PRINTS

সাইন লিংক Sign Link SIGN MAKER Est. over 25 years

- Shop Signs
- Banners
- Light Boxes
- Menu Boxes
- 3D Signs
- Metal Trays
- Vinyl Graphics
- Takeaway Menu
- In Menu
- Bill Books
- T-Shirts / Bags
- Rubber Stamps
- Leaflet / Poster
- Business Cards

Signs - Banners - Stamps - Printing & Arts

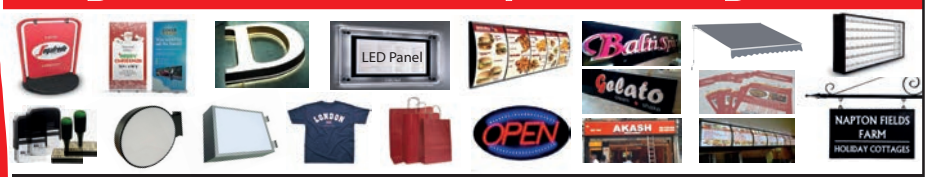

17 Fordham Street, London E1 1HS | Tel: 0207 377 7513 Mob: 07944 244295 | Email: signlink@yahoo.com Web: www.signlinklondon.co.uk

Good News | Islamic & English Nikah Register Office | সুখবর সুখবর কাজী অফিস লন্ডন

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

Good News: We arrange Nikah, Marriage Certificate and Divorce Certificate for Charity Commission

Charity Commission Authority
Charity No: 1125118

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক
এর পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন
শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত নরাণী, হিফজ ও আলিমি বিভাগ ৭৫০ ছাত্রী, ২৭ শিক্ষক
নবী করিম (সা.) বলেছেন মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যাবে কেবল তিন ধরনের আমল জারী থাকবে ১. ছদক্বায়ে জারিয়া ২. উপকারি ইলম ৩. ইয়াদগার নেক সন্তান । (আল হাদিস)
উক্ত মাদরাসায় আপনাদের লিল্লাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা গরিব, ইয়াতিম এবং অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন। বিশেষ করে মাহে রমজানে বেশি বেশি করে সাহাজ্য করুন
Help The Poor & Needy Children Get The Right Islamic Education

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
Natwest Bank
Ac No: 10472649
Sort Code: 60-02-63

Uk Bank Account
Madinatul Uloom Welfare Trust
HSBC BANK
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

আকবরী হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা
প্রতি সাপ্তাহ এবং প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে

আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়
কায়েদা, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামিক রুকাইয়্যা করার ব্যবস্থা রয়েছে

Printing | Wedding | Catering Services
Office Adreess
7a, Burslem Street, London, E1 2LL
E: shamsul1997@hotmail.co.uk M: 07484639461

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান - মদিনাতুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
খতিব আল আকসা মসজিদ, ডকলেন্ড লন্ডন
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সপাল -
জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা, নয়া লম্বাহাটি, ছাতক

ST42

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

হতভাগ্য ৬০ মালয়েশিয়া প্রবাসী

ভাগ্যান্বেষী মেহেরপুরের গাংনীর ৬০ যুবক মালয়েশিয়ায় মানবেতর জীবন বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন বলে মঙ্গলবার ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে, তা খুবই বেদনাদায়ক। একই উপজেলার কতিপয় দালালের ফাঁদে পড়ে উচ্চ বেতনের চাকরির আশায় তারা তিন-চার মাস পূর্বে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মালয়েশিয়া যান। কিন্তু চাকরি তো দূর কথা, বর্তমানে প্রাণে বেঁচে থাকাই তাদের জন্য দুরূহ হয়ে উঠেছে। ভুক্তভোগীদের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় তাদের একটি ঘরে আটক রাখা হয়েছে। প্রথমদিকে খাবার ও পানি দেওয়া হলেও, কয়েক দিন যাবৎ তাও বন্ধ। খাবার চাইলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় দেশে একদিকে বেকারত্বের তীব্রতা স্পষ্ট, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের সক্রিয়তাও উন্মোচিত। অথচ ইতোপূর্বে দেশে মানব পাচারবিরোধী আইন প্রণীত হলেও উক্ত আইনের প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তাব্যক্তিগণের হুঙ্কার কম শোনা যায়নি। বরাবরের ন্যায় এবারও ভুক্তভোগীগণ নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারের সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই কেউ শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রয় করে, কেউ আত্মীয়স্বজন এবং উচ্চ সুদে মহাজনি কারবারিদের নিকট হতে ঋণ করে মালয়েশিয়া গমনের ব্যয় মিটিয়েছেন। অতএব আলোচ্য ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহও বিপন্ন দশায় পতিত। মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ভুক্তভোগীদের বাড়ি গিয়ে পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দিয়ে যথার্থ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন বলে আমরা মনে করি। তবে তারা যদি মানব পাচারের বিপদ সম্পর্কে আগেই মানুষকে সচেতন করতেন, তা হলে উত্তম হতো।

প্রতিবেদনে আলোচ্য পাচারকাণ্ডে রাজধানীর দুই রিক্রুটিং এজেন্সির নাম এসেছে। আমরা মনে করি, উহাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হলে সমস্যা সমাধানের সূত্র মিলিতে পারে। তবে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও এই কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে প্রতারক-দালালদের কবল হতে ভাগ্যান্বেষী যুবকদের রক্ষা করা দুরূহ– এ কথাও মনে রাখতে হবে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ভোট দেখিয়ে দিলো মার্কিন তেজ আর আগের মতো নেই

মারুফ মল্লিক

এক মাসের ব্যবধানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন হয়ে গেল এবং দুই দেশেই শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত খেলায় হেরে গেছে। কারণ, দুই দেশেই নির্বাচন ও নির্বাচনের ফলাফল ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল ও অবস্থানের বাইরে। আর এতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরাজয় এখন অনেকটাই স্পষ্ট।

দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই দেশের নির্বাচনের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল ফাঁকা, আর পাকিস্তানের ভোটকেন্দ্রগুলোয় দিনভর ভোটারদের সারিবদ্ধ উপস্থিতি।

ভোটার উপস্থিতির দিক থেকে বিপরীত চিত্র থাকলেও এই দুই দেশের নির্বাচনে জনমতের খুব বেশি প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতে যায়নি বা ভোট দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বাংলাদেশে একপক্ষীয় নির্বাচন হয়েছে বিএনপিসহ বিরোধীরা নির্বাচন বর্জন করায়। কিন্তু পাকিস্তানে সব দলের অংশগ্রহণ ছিল। জনসাধারণ ভোটও দিয়েছেন কিন্তু ফলাফলে জনমত প্রতিফলিত হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশেষ করে কারাবন্দী ইমরান খানের তেহরিক-ই-ইনসাফ পাকিস্তান (পিটিআই)-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি আসনে(কমবেশি ১০০) জিতলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আরও বেশি আসনে জিতেছেন বলে দাবি করেছেন দলের নেতারা। ইমরান খানের সমর্থকেরা বিভিন্ন আসনে কারচুপির অভিযোগ করেছেন।

কারাবন্দী ইমরান খান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে এক ভাষণে দাবি করেছেন, পিটিআই ১৭০টি আসনে জিতেছে।

নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় পিটিআই-সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ের তথ্য আসতে থাকলে নির্বাচন কমিশন ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখে। শুরুর দিকে পিটিআইয়ের নেতারা দাবি করেছিলেন, ১৬০টির মতো আসনে তাঁরা এগিয়ে আছেন। এরপরই ধীর গতিতে ফলাফল ঘোষণা করতে থাকে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। আর এ সময় পিটিআইয়ের আসন কমতে থাকে।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মুসলিম লিগ ও আসিফ আলী জারদারির পিপলস পার্টির আসন বাড়তে থাকে। রাতের আঁধারে পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল ঘুরে গেছে অনেকটাই। নানাভাবে সেনা-সমর্থিত পাকিস্তান মুসলিম লিগ-এন (পিএমএল-এন)-কে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তানের প্রশাসন। কিন্তু কোনোভাবেই তারা পিএমএল-এনকে টেনে তুলতে পারেনি।

এই সুযোগে বেড়েছে চীনের প্রভাব। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত রাজনৈতিক মিত্র আওয়ামী লীগকেও চীন নিজেদের আয়ত্তে আনতে পেরেছে অনেকটাই। রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় দীর্ঘদিনের মিত্র বিএনপিকে বাদ দিয়ে চীন আওয়ামী লীগকে হাতে রাখতে চাইছে। এখানেও চীন সফল হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ ও ক্ষয়িষ্ণু।

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনকে পাকিস্তানের কমিশনের মতো এত কষ্ট করতে হয়নি। ভোটাররা ভোটকেন্দ্র বা নির্বাচন কমিশনের অফিস ঘেরাও করে রাখেননি। দ্রুতই নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেছে কমিশন। আমাদের এখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত যা হয়েছে, তা আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই ধরনের একটি একপক্ষীয় নির্বাচন কোনোভাবেই জনমতের প্রতিফলন বলে মনে করা যাবে না।

এসব ঘটনার বাইরে এই দুই দেশের নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হচ্ছে মার্কিন নীতির পরাজয়। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির দুর্দিন চলছে। আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পর ইউক্রেনেও সুবিধা করতে পারেনি। বরং ইউক্রেনকে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বেহাত হয়েছে ইউক্রেনের ভূমি। রাশিয়া ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে বসে আছে।

সিরিয়া ও ইরাকে ইরানের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধেও সুবিধা করতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যে চীনের উপস্থিতি ও প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিনই সেখানে একটু একটু করে চীনের কাছে জায়গা হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ অবস্থায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে নিজেদের অবস্থান সংহত করে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাববলয় বৃদ্ধির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুই দেশের নির্বাচন ও সার্বিক বিষয় বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব অবস্থান বলে আর কিছু থাকছে না।

মালদ্বীপে চীনপন্থী মোহামেদ মুইজ্জু ক্ষমতায় এসেছেন। শ্রীলঙ্কাতেও চীনপন্থীদের শক্ত অবস্থান আছে। আর বাংলাদেশের সরকারের দীর্ঘ মেয়াদের শাসনের প্রতি রয়েছে ভারত ও চীনের প্রত্যক্ষ ও জোরালো সমর্থন। বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারি নির্বাচনকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের পরাজয় হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেও দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ক্ষয়ে যাওয়ার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। ক্ষমতাচ্যুতির জন্য ইমরান খান সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছিলেন। ইউক্রেন সংকট শুরুর দিকে ইমরান খান মস্কো সফর করেছিলেন। চীনের মুদ্রায় বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়ে ইমরান খানের আগ্রহ ছিল। ইমরান খান ক্রমেই রাশিয়া, চীন, ইরান অক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। মূলত এখান থেকেই মার্কিনদের সঙ্গে ইমরান খানের দ্বন্দ্বের শুরু ও ক্ষমতাচ্যুতি।

যুক্তরাষ্ট্র স্বভাবসুলভ কৌশলে পাকিস্তানের সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ইমরান খানের গদিচ্যুতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকলেও পেছন থেকে যুক্তরাষ্ট্রই সব কলকাঠি নেড়েছে বলে পিটিআইয়ের সমর্থকেরা বিশ্বাস করেন।

সেই ইমরান খানের নির্বাচনে প্রবলভাবে ফিরে আসা মার্কিন নীতির বড় পরাজয় হিসেবেই বিবেচিত হবে।

গত দুই-আড়াই বছরে বাংলাদেশে মার্কিনদের সক্রিয়তা ছিল লক্ষণীয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাই ঢাকা সফর করেছেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বারবার কথা বলেছেন। আওয়ামী লীগের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষুন্নকারীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলেছে।

কিন্তু দেখা গেল র‍্যাবসহ কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা দিয়েও যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই আওয়ামী লীগকে নিজেদের মতো নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। আওয়ামী লীগকে ইন্দো-প্যাসিফিক জোটেও নিতে পারেনি। আওয়ামী লীগ দিব্যি এককভাবে নির্বাচন করে সরকার পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতির ওপর বড় ধরনের পরাজয়ের চি□ একে দিয়েছে।ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশের নির্বাচন ও পাকিস্তানের নির্বাচনী ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতির ওপর বড় ধরনের পরাজয়ের চি□ একে দিয়েছে। পাকিস্তানে সারিবদ্ধ ভোটারের উপস্থিতি ও আমাদের এখানে দিনভর ফাঁকা ভোটকেন্দ্র মার্কিন নীতির বেহাল অবস্থাই তুলে ধরেছে।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল সেনা-সমর্থিত নওয়াজ শরিফের মুসলিম লিগ ক্ষমতায় আসুক। কিন্তু সেখানে ভোটাররা দল বেঁধে ইমরান খান-সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। আর আমাদের এখানে চেয়েছিল যেন সবাই ভোটকেন্দ্রে যান। কিন্তু ভোটকেন্দ্র ফাঁকা রেখেই আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়ার বাইরে গিয়ে চীন, রাশিয়া ও ভারতের সমর্থন নিয়ে নির্বাচন করে ফেলেছে।

ফলে সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এখন খুব সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতি নতুন করে ভারত নির্ভর হয়ে পড়ছে বলে মনে হয়। যে কারণে ভারত ও চীনের কৌশলের কাছে মার্কিন কৌশল পরাজিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আমাদের এখানে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি। অথচ এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভারত ও চীনের বড় ধরনের ভূমিকা প্রকাশ্যেই ছিল। এই দুই দেশ রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি আওয়ামী লীগের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা সফল হয়েছে। বলা যায় ভারতের কূটনীতির কাছে যুক্তরাষ্ট্র নতি স্বীকার করেছে। আর পাকিস্তানে চীন, রাশিয়া ও ইরানের কাছে পরাজয় ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের।

দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারেও মার্কিন নীতির পরাজয় ঘটেছে। বার্মা অ্যাক্ট করে যুক্তরাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে মিয়ানমারের সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের সঙ্গেও নিরবচ্ছিন্ন আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি।

বরং মিয়ানমারের বিদ্রোহী ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সঙ্গে চীনের আস্থার জায়গা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সামরিক শাসক ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী–উভয়ের সঙ্গেই চীন ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছে এবং সময়ের অপেক্ষা করছে। যারাই মিয়ানমার নিয়ন্ত্রণ করবে, তাদের সঙ্গেই চীন কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রাখবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতনির্ভরতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র বের হতে পারছে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমেছে। আর ভারতের সঙ্গে সখ্য যুক্তরাষ্ট্রকে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে পিছিয়ে দিয়েছে।

এই সুযোগে বেড়েছে চীনের প্রভাব। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত রাজনৈতিক মিত্র আওয়ামী লীগকেও চীন নিজেদের আয়ত্তে আনতে পেরেছে অনেকটাই। রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় দীর্ঘদিনের মিত্র বিএনপিকে বাদ দিয়ে চীন আওয়ামী লীগকে হাতে রাখতে চাইছে। এখানেও চীন সফল হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ ও ক্ষয়িষ্ণু।

ড. মারুফ মল্লিক : লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সংসদীয় ছয়টি স্থায়ী কমিটি দেখা দিতে পারে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ সদস্যের মধ্যে ৬ জনই পেশায় ব্যবসায়ী। তাঁদের অন্তর্ভুক্তিতে এই কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত দেখা দিতে পারে। কারণ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালিবিধি অনুযায়ী, এমন কোনো সদস্য সংসদীয় কমিটিতে নিযুক্ত হবেন না, যাঁর ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে, এমন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে।

বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এবার বাণিজ্যসহ অন্তত ছয়টি কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। অন্য পাঁচটি হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; নৌপরিবহন; প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এস এম আল মামুনের রয়েছে জাহাজভাঙাশিল্পের ব্যবসা। এ কমিটির আরেক সদস্য শামীম ওসমান তৈরি পোশাক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

কোনো সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাজ হলো তার আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কাজ পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগের প্রশ্ন সামনে এলে তা তদন্ত করা। আইন পাসের জন্য সংসদে উত্থাপন করা বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়া বা সুপারিশ করাও সংসদীয় কমিটির কাজ। তবে ২০১৪ সালে গঠিত দশম এবং ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের পর গঠিত একাদশ সংসদে বেশির ভাগ সংসদীয় কমিটি ছিল নিষ্ক্রিয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের যাত্রা শুরুর মাত্র পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ৫০টি সংসদীয়

কমিটি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৯টি কমিটি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত। বাকি ১১টি কমিটি সংসদের বিভিন্ন বিষয়সম্পর্কিত।

কমিটিগুলোর মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সদ্য সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তাঁর পেশা ব্যবসা (পোশাকশিল্প ও অন্যান্য)। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে শেখ হেলাল উদ্দিনের পেশা ব্যবসা ও রাজনীতি (ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া)। আর কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে শেখ আফিল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ ও মাহমুদ হাসান পেশায় ব্যবসায়ী। এ কমিটির একমাত্র নারী সদস্য সুলতানা নাদিরা মধুমতি টাইলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিম মাহমুদ হলফনামায় উল্লেখ করেছেন তিনি একজন আইনজীবী। সে সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও জ্বালানিবিষয়ক পরামর্শক। এই কমিটির আরেক সদস্য আবদুর রউফের পেট্রলপাম্পের ব্যবসা রয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য গোলাম কিবরিয়া লঞ্চ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হয়েছেন নিজাম উদ্দিন হাজারী। তিনি জনশক্তি রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) ওয়েবসাইটে 'স্নিগ্ধা ওভারসিস'-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিজাম উদ্দিন হাজারীর নাম রয়েছে।

ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত আছে, এমন কাউকে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে না রাখলেই ভালো হতো। তবে একজন ব্যবসায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে থাকলে তিনি যে সব সময় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখবেন, তা না-ও হতে পারে। কমিটিগুলো পুরোদমে কাজ শুরু করলে বোঝা যাবে স্বার্থের সংঘাত কতটা হচ্ছে।

সংসদ বিষয়ে গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী (নোয়াখালী-৬) ঠিকাদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তিনি স্থানীয় সরকারের কাজও করে থাকেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

সংসদীয় কমিটিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার ঝুঁকির বিষয়ে নূর-ই-আলম চৌধুরী বলেন, ব্যবসা অনেকের আছে, যে কেউ ব্যবসা করতে পারেন। এখানে দেখতে হবে তাঁরা সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করছেন কি না।

মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ে সভাপতি পদে

এবার ১২টি সংসদীয় কমিটির সভাপতি করা হয়েছে সদ্য সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের। যাঁরা আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির পদে এসেছেন এ কে আব্দুল মোমেন, অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি হয়েছেন আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি এম এ মান্নান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি টিপু মুনশি, কৃষি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি শ ম রেজাউল করিম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি গোলাম দস্তগীর গাজী, ভূমি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি বীর বাহাদুর উশৈসিং, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ইমরান আহমদ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি শরীফ আহমেদ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি জাহিদ আহসান।

সদ্য সাবেক ১২ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবার সংসদীয় কমিটির সভাপতির পদে আসার বিষয়ে সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী বলেন, সদ্য সাবেক মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয়ে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। তাঁরা তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সংসদীয় কমিটিকে গতিশীল করতে পারবেন। এটি বরং ইতিবাচক।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

জাবিতে মাদকের ৮ সিন্ডিকেট ফোন দিলেই মেলে ডেলিভারি

ঢাকা, ১২ ফেব্রুয়ারি : বিস্তৃত ক্যাম্পাস। চারদিকে সবুজের সমারোহ। সুন্দর পরিপাটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্যের মাঝে লুকিয়ে ভয়াল মাদকের থাবা। গাঁজা থেকে হিরোইন- সবকিছুই সহজলভ্য এখানে। এমনকি ফোন দিলেই চলে আসে ডেলিভারি। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি

স্বামীকে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার পর আলোচনায় এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাদক সিন্ডিকেট। ওই ঘটনার পর কিছুটা আ ড়ালে রয়েছেন মাদক কারবারিরা। ক্যাম্পাসে মাদক সিগারেটের মতো সহজলভ্য। কয়েকটি স্পটে মাদক কেনাবেচা হয় দেদারছে।

ক্যাম্পাসে সরজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায় এখানে মাদক বিক্রিতে অন্তত আটটি সিন্ডিকেট সক্রিয়। তারা হলে এবং হলের বাইরে বিভিন্ন স্পটে মাদক সরবরাহ করে।

এই মাদক কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে আরও অনেক ধরনের অপরাধও হয়ে থাকে এখানে।

জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দোকানের পাশেই পাওয়া যায় গাঁজ া। ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে চলে যায়। তাদের নির্দিষ্ট সময় থাকে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ট্রান্সপোর্ট এলাকায় সন্ধ্যার পর তিন দফায় বিক্রি হয় গাঁজা। আর যেকোনো সময় কিনতে চাইলে ফোন দিতে হয়। তার ভাষ্যমতো আধা ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসে গাঁজা।

বিষয়টি যাচাই করতে তাকে অনুরোধ করার পর তিনি একটি নম্বরে ফোন দিলেন। তাকে বলা হলো ছোট একটা সবজি আনতে। ঠিক ২০ মিনিটের মাথায় সাইকেলে করে এলেন ট্রান্সপোর্ট এলাকায়। তার চোখে-মুখে ভয় স্পষ্ট। 'সবজি'র দাম ৮০ টাকা আর ডেলিভারি চার্জ ২০ টাকা। তিনি ২০ টাকা বেশি দাবি করলেন। ওই ব্যক্তি যে সবজি বহন করে এনেছিলেন তা আসলে গাঁজ া। ক্যাম্পাসে এমন নানা নামে বিভিন্ন মাদকের নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সাংকেতিক

নামেও মাদক সরবরাহের অর্ডার দেয়া হয়।

গল্পের ছলে ডেলিভারি দিতে আসা তরুণ বলেন, কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে ঢুকি না। ভয়ও লাগে। আপনারাও ফোন দেন না এখন খুব একটা।

তার কথা অনুযায়ী জানা যায় মেয়েদের হলেও যায় গাঁজা। জাহানারা ইমাম হলের আবাসিক এক শিক্ষার্থী বলেন, এটা নতুন কিছু না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাস সংলগ্ন স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জ ানা যায়, ক্যাম্পাসে দুই ধরনের মাদক মিলে। তাদের ভাষায় ছোট মাল আর বড় মাল। ছোট মাল হচ্ছে গাঁজা। এটা যত্রতত্র যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। আর বড় মালের জন্য যেতে হয় ক্যাম্পাসের বাইরে। বড় মাদকের মধ্যে আছে ফেনসিডিল। এগুলো বিক্রির প্রধান স্পট ক্যাম্পাস সংলগ্ন আমবাগান ও ইসলামপুর এলাকা। 'বড় মাল' ক্যাম্পাসের বাইরে পাওয়া গেলেও এটিও মেলে হোম ডেলিভারি। আবার ক্যাম্পাসের বাইরে থেকেও মাদক সেবন ও কিনতে আ সেন অনেকে। এই মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রিত হয় আটটি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে। প্রত্যেকটি সিন্ডিকেটের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীসহ বহিরাগতরা জড়িত। এই মাদক সিন্ডিকেট মূলত আমবাগান ও ইসলামপুর এলাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের অনেকেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত বা তাদের প্রশ্রয়ে এসব কারবার করেন।

আমবাগান ও ইসলামপুর এলাকায় গিয়ে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতি। তারা এখানের বিভিন্ন বাড়িতে মেস করে ভাড়া থাকেন।

চারুকলা বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, এখানে ওপেনলি কোনো তথ্যই পাবেন না। মাদক সাধারণত বিভিন্ন বাসা ও দোকানের আড়ালে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর চাহিদামতো সরবরাহ করা হয়। আমবাগান এলাকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সামাওয়াত খান বলেন, এখানে বিভিন্ন আয়োজনের জন্য মাদক খুবই কমন বিষয়। এমনকি বিভিন্ন নামিদামি বারে যেসব মদ পাওয়া যায় সেগুলোও খুব সহজেই পাওয়া যায়।

যাচাই করার জন্য সামাওয়াতকে অনুরোধ করার পর তিনি ফোন দেন এক নম্বরে। তিনি এক ধরনের মাদকের নাম বলে জানতে চান দেয়া যাবে কিনা। অপরদিক থেকে ওই ব্যক্তি বলেন, এখন ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি খারাপ; তাই এখন দেয়া যাবে না। সপ্তাহখানেক পর ফোন দিতে বলেন।

সংঘবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের পর র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সংবাদ সম্মেলনে জানায়, মাদক ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরেই জ াহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগীদের অনেকে ভয় এবং লজ্জায় মুখ খোলেন না বলেও জানিয়েছে তারা। আলোচিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলরুমের একটি কক্ষে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় পুরো দেশ যখন তোলপাড় তখন এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত মামুনুর রশিদ ওরফে মামুনকে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা এবং ধর্ষণের অন্যতম সহায়তাকারী মো. মুরাদকে নওগাঁ থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে ও এর আ শেপাশে মাদক ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ লেগে থাকে। অনেকে আ ইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন, আবার জামিনও পেয়েছেন। তবে মাদক মাফিয়ারা নিয়ন্ত্রণকারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী নেতাদের নাম এসেছে। আবার ছাত্রলীগ নেতাদের মাসোয়ারা দিয়েও মাদক ব্যবসা করছেন অনেকে। জাবি ছাত্রলীগের পদধারী ৪০০ জনের মধ্যে ৩০০ জনের ছাত্রত্ব নেই। এরাই মূলত হলে সিট দখল করে মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্বামীকে আটকে স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী মো. মামুনুর রশিদ মামুনও মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিল। ২০১৭ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে অবস্থান করে মাদক ব্যবসা চালাতো সে। মাসে তিন থেকে চার দফায় কক্সবাজার থেকে সাত থেকে আট হাজার পিস ইয়াবা এনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিক্রি করতো সে। তার ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতারা জ ড়িত। ছাত্রলীগের একটি চক্রের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে এবং বটতলা এলাকায় মাদক বিক্রি করতো মামুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে মামুনের সরবরাহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো ধর্ষণের ঘটনায় অপর অভিযুক্ত মোস্তাফিজুর রহমান। নয়ারহাটের দায়িত্বে টিটু, বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী বটতলা বাজারে নুরু, কলমাতে মামুনের ভাগ্নে আতিক, বিশমাইলে হাসান নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এসব হটস্পটের সরবরাহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো। এ ছাড়াও ক্যাম্পাসে জনি নামে অপর এক ব্যক্তিও মামুনের মাদক সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত বলে জানা যায়।

আমানা এন্ড আরিসা প্রপার্টিজ বিডি

হোয়াটসঅ্যাপ : 01711904180
রানা : +447783957848

সিলেট নগরী ও আশেপাশের এলাকায় (Sylhet City and Surrounding Areas)

1. জমি ও বাসা ক্রয় এবং বিক্রয় (Buying and Selling of Land and Houses)
2. চুক্তিভিত্তিক বাসা ভাড়া (Contractual House Rent)

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ২৮ । উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ব্যারিস্টার পাত্রের জন্য বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। পাত্র ধার্মিক। একটি স্বনামখ্যাত ল'ফার্মে কর্মরত। সুশিক্ষিত ধার্মিক বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07940 782 876

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£14.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
Advancing to the next level

আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?

Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.

We can help you with charity registration and other charity related services.

- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com

WD: 27/08C

সোসাইটি অব ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সলিসিটর্স

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত ১৫তম বার্ষিক সাধারণসভা ও গালা ডিনার

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বসবাসরত বৃটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরসদের সংগঠন সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরস (এসবিবিএস) এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও গালা ডিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্যা ল' সোসাইটি হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত সলিসিটরদের উপস্থিতিতে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সভায় এসবিবিএস-এর সভাপতি ফরিদা হাকিমের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সভাপতি লর্ড রীড, সাবেক সভাপতি লর্ড ফিলিসপস, কিংস বেঞ্চ ডিভিশনের সভাপতি ডেম ভিক্টোরিয়া শার্প, হাই কোর্টের বিচারপতি স্যার রবিন নোয়েলস, বিচারপতি স্যার আখলাক চৌধুরী, ডেপুটি হাই কোর্ট জাজ খাতুন স্বপ্নারা, ল' সোসাইটির সহ-সভাপতি রিচার্ড আটকিন্সন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ইমান আলী, এসবিবিএস-এর অনারারি প্যাট্রন ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিশিষ্ট

ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার মোজাম্মেল হোসেন কেসি এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম।

এছাড়াও কমিউনিটির অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অতিথিরা তাদের বক্তব্যে আইনক্ষেত্রে অবদানের জন্য এসবিবিএস-এর সদস্যদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাহাদি হাসান সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষ মুনসাত চৌধুরী ও যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ কাহার চৌধুরী কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুবের আখতার।

সভায় সংগঠনের কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে অবদান রাখার জন্য সংগঠনের প্রথম সভাপতি সহুল আহমেদ, সাবেক সভাপতি দেওয়ান মেহেদী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল গাফফার, বর্তমান গভর্নিং বডির যুগ্ম সম্পাদক মুহম্মদ গনি উল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরুল শেখ এবং সদস্য এম এ শাফি কে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সীতার ফিউশনের পরিবেশনায় এবং গভর্নিং বডির সদস্য ড. সোনিয়া জামান খানের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিত অতিথিরা মনোমুগ্ধকর বাংলা গান উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশি সলিসিটরস ১৫ বছর আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এর দ্যা ল' সোসাইটি হলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন সভাপতি লর্ড ফিলিসপস-এর উপস্থিতিতে যাত্রা শুরু করে। এরপর থেকেই সংগঠনটি সদস্যদের স্বার্থরক্ষায় এবং যুক্তরাজ্যে আইনী পেশায় নিয়োজিত বৃটিশ-বাংলাদেশীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল দেশে গেছেন

যুক্তরাজ্যের স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও ও অনলাইন টিভির মানেজিং ডিরেক্টর মিছবাহ জামাল পবিত্র ওমরাহ হজ্ব পালন শেষে এক সংক্ষিপ্ত সফরে দেশে গেছেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারী রবিবার সৌদি আরব থেকে ঢাকায় পৌঁছান। ওইদিন তিনি ঢাকায় বাংলাদেশের সংগীত জগতের কিছু তারকা-শিল্পীর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাত ও নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

এসময় বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মোহাম্মদ রফিকুল আলম, আবিদা সুলতানা,

সংগীতশিল্পী এস ডি রুবেল, আতিক হাসান, তানজিনা রুমা ও জাহাঙ্গীর সাঈদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে একইদিন মিছবাহ জামাল ঢাকা থেকে সিলেটে যান। বর্তমানে তিনি তার কুয়ারপারস্থ বাসায় অবস্থান করেছেন। এবারের সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট হসপিটালের এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময়ে করবেন। দীর্ঘ ১৮ বছর একটানা ইউকে কমিটির সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর নতুন কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত আলোচনা ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া তার পৈতৃক বাড়ি গোলাপগঞ্জের বাঘায় মিছবাহ ফাউন্ডেশন ইউকে কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ কিছু কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। পাশাপাশি ঢাকায় একুশে বই মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে লন্ডনে তার মিডিয়া হাউজের ৩০ বছর পূর্তির বিশেষ কর্মসূচি নিয়েও মতবিনিময় করবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ব্যারিস্টার নাজির আহমদের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথের ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

সিলেটের বিশ্বনাথে উপজেলা ও পৌর এলাকার ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লন্ডনের নিউহাম বারার সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও আইনজীবী ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

গত ৩১ জানুয়ারি বুধবার সকালে পৌর শহরের রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছে শিক্ষা উপকরণ (ডায়েস) আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন লিডিং ইউনির্ভাসিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোস্তাক আহমাদ দীন।

রামসুন্দর সরকারি অগ্রগামী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে ও চান্দভরাং উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আব্দুল মুমিন মামুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন দেওকলস দ্বি-পাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম, উত্তর বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভাংশু শেখর তালুকদার, সফাত উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম জাহাঙ্গীর, সৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিয়াউল হক, একলিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান, বাহাড়া-দুবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক করুণা কান্ত দাশ তালুকদার, হাবড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হক, দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহবুবা খানম, বিশ্বনাথ মডেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নবীন সোহেল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন বিশ্বনাথ প্রেসক্লাবের সদস্য শহিদুর রহমান ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ক লেখক জায়েদ আলী।

এক বার্তায় ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তারাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। গত বছর মাসব্যাপী বাংলাদেশ সফরে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিজিট করে দেখলাম ভাল একটি ডায়াস নাই। বক্তৃতা ও বিতর্ক অনুশীলনের চর্চা নেই, চর্চার জন্য উপকরণও নেই। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তৃতা ও বিতর্ক অনুশীলনসহ নানা শিক্ষামূলক কার্যক্রমে জড়িত হয়ে আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহ প্রদানই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াসের লক্ষ্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল ট্রাস্টের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পদে মনোনয়নপত্র গ্রহণ

গোলাপগঞ্জ স্যোশাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকের আসন্ন দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন (২০২৪-২৫) এর লক্ষ্যে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পদে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়।

এতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার আলতাফ হোসেন বাইচ এর সভাপতিত্বে ও নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এর পরিচালনায় মনোনয়ন পত্র গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার আসাদ উদ্দিন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ, সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল বারী নাছির, সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক মিছবাহুল হক মাছুম, কোষাধ্যক্ষ মাসুদ আহমেদ, সহ সভাপতি ইকবাল আহমদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক মোঃ দিলওয়ার হোসেন, খন্দকার মহিউদ্দিন খোকন, সহ কোষাধ্যক্ষ কাওসার আহমেদ জগলু, কামাল উদ্দিন, একলিম চৌধুরী, শাহিন আহমেদ, সালেহ আহমদ প্রমুখ। এসময় গোলাপগঞ্জ উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা থেকে সর্বমোট ৩৮ জন বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পদে নমিনেশন পত্রজমা দেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আ লতাফ হোসেন বাইচ জানান, আ গামী ৩ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের চিলড্রেন সেন্টারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২ ফেব্রুয়ারির নমিনেশনপত্র প্রত্যাহার ও ১৩ ফেব্রুয়ারি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস বৃন্দের চূড়ান্ততালিকা প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গণের মধ্যে থেকে ২০২৪-২৫ সালের কার্যকরি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় লে ম্যাডিসন ৫১ রেভেন রো, লন্ডন ই১ টুইজি-তে বোর্ড অব ডাইরেক্টরসবৃন্দের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদে নমিনেশনপত্র গ্রহণ করা হবে। কমিটিতে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী বোর্ড অব ডাইরেক্টরস বৃন্দকে মনোনয়নপত্র জমাদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

চলন্ত বিমানে বৃটিশ-নাগরিক সুয়াইবুর রহমানের মৃত্যুর ঘটনা

আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ

গত ১২ নভেম্বর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিলেট থেকে লন্ডনগামী চলন্ত বিমানে মারা যান যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্রিটিশ নাগরিক সুয়াইবুর রহমান চৌধুরী। এই ঘটনার তিনমাস পেরিয়ে গেলেও মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। এমনকি সুয়াইবুর রহমানের মৃত্যুতে তার পরিবারের

প্রতি সমবেদনা জানানো তো দূরের কথা কেউ যোগাযোগ করেননি বলে তার পরিবার জানিয়েছে। এ নিয়ে কমিউনিটিতে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এদিকে বিমানের অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে ব্রিটিশ নাগরিক সুয়াইবুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুর অভিযোগ এনে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ। এ উপলক্ষে গত ৩০ নভেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

পূর্ব লন্ডনের প্রিন্সলেট স্টীটস্থ দর্পণ মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক রহমত আলী ও পরিচালনা করেন যুগ্ম সম্পাদক আবুল হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সহ-সভাপতি আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই, সহ সভাপতি ও ব্রিকলেন ট্রাস্টের চেয়ারপারসন শাহ মুনিম, ট্রেজারার মিসবাহ উদ্দিন আ হমদ, লিগ্যাল সেক্রেটারি সলিসিটর মনিরুজ্জামান, সাংবাদিক নাজমুল হোসাইন, কমিউনিটি নেতা আ বুল কালাম আজাদ ছোটন, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, আলমগির খান, নাসিম আহমেদ চৌধুরী, সাবের চৌধুরী, আনোয়ার খান, মরহুমের ছোট ভাই সাইফুর রহমান চৌধুরী শাহেদ প্রমুখ। এছাড়া ঘটনার সময় প্রত্যক্ষদর্শী বিমানযাত্রী খলিলুর রহমান সে সময়ের ঘটনার বর্ণনা করেন। বক্তারা এ ঘটনায় বিমানের উদাসীনতা, ব্যবস্থাপনা ও চরম অবহেলায় তীব্র খুব ও প্রতিবাদ জানান। এছাড়া ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানানো হয়।

সভায় এ মৃত্যুটি অস্বাভাবিক হওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদের সার্বিক সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

এদিকে সম্প্রতি এ সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল নিহত সুয়েবুর রহমানের শোকাহত পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত করে তাদের প্রতি সমবেদনা জানান। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট প্রবীন সাংবাদিক মো. রহমত আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহ মুনিম, মো. আব্দুল বারি, এস এম এ খালিক প্রমূখ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নিহত সুয়াইবুর রহমান চৌধুরীর আপন ভাই শাহেদ রহমান, পুত্র হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য আত্মীয় স্বজ ন। এ সময় তার পুত্র সলিসিটর হাবিবুর রহমান তাদের সাথে কেউ যোগাযোগ করেননি বলে জানান।

উল্লেখ্য, সুয়াইবুর রহমান চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সংগঠন এর নিন্দা, প্রতিবাদসহ ওই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে যা এখনও অব্যাহত আছে। সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে, ভয়েস ফর জ াস্টিজ, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে, প্রবাসী কল্যান পরিষদ, হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ ইউকে প্রভৃতি। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়,সুয়াবুর রহমান চৌধুরীকে প্রথমে যে অক্সিজেন দেওয়া হয় সেখানে কোন অক্সিজে নই ছিলো না বা বিমানে প্রশিক্ষিত কোন ফাষ্ট এইডার বা ডাক্তার ছিল না। মৃত্যুর পর যাত্রীর লাশকে বিমানের সিটে বসিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে লাশের প্রতি ঠিকমত সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। তাই অবিলম্বে বিমানে কর্মচারীদের গাফিলতির সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি এবং বাংলাদেশ সরকারকে প্রবাসীদের স্বার্থে বিমানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে ডেফোডিল প্রিপারটরি স্কুল চালু নিয়ে সেমিনার

ইস্ট লন্ডনে ডেফোডিল প্রিপারটরি স্কুল (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইসলামী স্কুল) নামে প্রতিষ্ঠান আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কর্মাশিয়াল রোডে চালু হচ্ছে। বৃটিশ ন্যাশনাল কারিকুলামের সাথে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মূল লক্ষ্য নিয়ে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন আনিসুজ্জামান। নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানাতে গত রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডন মুসলিম সেন্টারে সেমিনারের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটি। এতে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও জাফর সাদিকের পরিচালনায় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার ও ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম-খতিব মাওলানা শেখ আব্দুল কাইয়ুম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটসের কেবিনেট মেম্বার আবু তালহা চৌধুরী, ইকবাল হোসেন, আহমেদুল কবির, গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ।

সেমিনারে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম-খতিব বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ইলামী শিক্ষা না থাকার কারণে আমাদের অনেক ছেলে-মেয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে। বিপথ থেকে বিরত রাখতে সকল পিতা-মাতাকে বৃটিশ ন্যাশনাল তারিকুলামের পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অনুরোধ করেন। বিশিষ্ট এই ইসলামী স্কলার, ডেফোডিল স্কুল প্রতিষ্ঠা করার মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সকল প্রকার সহযোগির আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান বলেন, ইসলামী স্কুলের চাহিদা আমাদের কমিনিটিতে অপরিসীম। শুধু ভালো রেজালট হলেই ভালো মানুষ হওয়া যায় না। ভালো মানুষ হতে হলে ছাত্র-ছাত্রীকে নৈতিক শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক বাবা-মা এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু সিআইপি নির্বাচিত হওয়ায় লন্ডনে সংবর্ধনা

খালেদ মাসুদ রনি: জকিগঞ্জের কৃতি সন্তান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হওয়ায় গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার রাতে পূর্ব লন্ডনের একটি হলে ইউকে বসবাসকারী জকিগঞ্জবাসীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়।

এতে বিশিষ্ট মুরব্বি মোঃ হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার জাহেদ বকত চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্যবসায়ী পাপলু ভাই বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআ ইপি নির্বাচিত হওয়ায় কাউন্সিলের পক্ষ থেকে অভিন্দন জানাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কাউন্সিলের ইকোনিমিক ও মানুষের চাকুরীর প্লাটফর্ম তৈরি করে তিনি যে অবদান রেখেছেন, এজন্য আমরা গর্ববোধ করি।

মাওলানা মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ এর পরিচালনায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আলবাব হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সচিব শামীম শাহান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিবিসিসিআই ইউকের সাবেক সভাপতি বশির আহমদ, জিএসির ইউকের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডনের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, সিলেট সীমান্তিক বি এড কলেজের প্রিন্সিপাল মোঃ আব্দুর রউফ তাপাদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ গোলাম জিলানী, চ্যানেল এস এর সিইও তাজ চৌধুরী, লন্ডন বাংলা

প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের, ডেপুটি স্পীকার ব্যারিষ্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ, কাউন্সিলার কবির আহমদ, সাইদ আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সিরাজ হক, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার মোঃ আহবাব হোসেন, মকবুল হোসেন, বাংলাদেশ ইনপ্রোটার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, ব্যরিস্টার কালাম চৌধুরী, কৃষিবীদ নিজাম উদ্দিন, লন্ডন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ এহছানুল হক, ডাঃ এনায়েত হোসেন চৌধুরী পিন্টু, আব্দুল মোহাইমিন উনু, কবি মিজ ানুর রহমান মিরু, কমিটির সদস্য আ তিকুর রহমান চৌধুরী, একে এম মাছুম, আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ইমন, মাওলানা মোছলেহ উদ্দিন, হাসনাত চৌধুরী, মোঃ রুহুল আমিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিবিসিআই এর সভাপতি সাইদুর রহমান রেনু বলেন, কমর উদ্দিন পাপুল ভাই বাংলাদেশ সরকারক থেকে সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন, এটা বৃটিশ বাংলাদেশীদের জন্য গৌরবের। এটা উনার পাপ্য ছিলো। সরকার যে ভাবে কাজের মূল্যায়ন করেছে, আমরাও একই ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পাপুল ভাই শুধু ব্যবসায়ী না, উনি একজন দানবীর ও সমাজসেবী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি সাধারণ কৃষকদের নায্য পাওনা পরিশোধে অন্যন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন।

টাওয়াল হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আয়াছ আলী বলেন, পাপলু ভাই একজন প্রচার বিমুখ মানুষ। তার এই প্রাপ্তিতে আমরা গর্ববোধ করি। তিনি সিআইপি নিতে চাননি, বন্ধু-বান্ধবের কথায় তিনি এটা গ্রহন করতে রাজি হয়েছেন। তিনি শুধু রেমিডেন্স যুদ্ধা নয়, বাংলাদেশ কর্মসংস্থানে বিরাট অবদান রেখে চলেছেন। তিনি আমাদের জন্য মডেল।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হওয়া কমর উদ্দিন পাপলু বলেন, আমি এ পর্যায়ে আসতে আমার সময় লেগেছে বিশ বছর। আমার দীর্ঘ জার্নি ও সম্মান পাওয়ার পেছনে যাদের অবদান রয়েছে আমি এই প্রাপ্তির দিনে তাদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি তাদেরকে আমার এই সিআইপি অ্যাওয়ার্ড উৎসর্গ করছি। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যানমন্ত্রী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী,স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বানিজ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, আমার সিআইপি অর্জনের পেছনে সকলের সহযোগিতা রয়েছে। আমার এই প্রাপ্তি দেখে বৃটেনের ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়ে বাংলাদেশের সাথে আরো ব্যবসা সম্প্রসারিত করবেন, যার ফলে বাংলাদেশ ও বৃটেন প্রবাসীরা লাভবান হবেন। একই সাথে আয়োজন কারী জকিগঞ্জবাসীসহ অনুষ্ঠানে আসা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

সভায় জকিগঞ্জ, দারুল হাদিস লতিফিয়া ও জগন্নাথপুর বাসীর পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে সংবর্ধিত অতিথিকে বরণ করা হয় এবং সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সভা শেষে সংবর্ধিত অতিথির মা-বাবাসহ দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়?

পার্লামেন্টের সামনে নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের মানববন্ধন

বৃটিশ পার্লামেন্ট স্কয়ারের সামনে নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। সেইভ বাংলাদেশ, সেইভ ডেমোক্রেসি, ফ্রী এবং ফেয়ার ইলেকশনের দাবিতে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় সেইভ বাংলাদেশ, সেইভ ডেমোক্রেসি স্লোগানে বৃটিশ পার্লামেন্ট স্কয়ার এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

এতে সংগঠনের সভাপতি মুসলিম খানের সভাপতিত্বে ও সহকারী সেক্রেটারি আ রিফ আহমদের পরিচালনায় শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কাওছার আহমদ চৌধুরী। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপি সহ সভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, কানাইঘাট উপজেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারী সৈয়দ জামাল আহমদ, সিলেট সদর উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমীর সুলতান খান, বিএনপির উলামা দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও এনবিসি ইউকের উপদেষ্টা মাওলানা শামীম আহমদ, ছাতক উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান রাশেদা বেগম ন্যান্সি, সিলেট জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সেক্রেটারী হুসাইনুজ্জামান লিটন, সিলেট জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা মিজানুর রহমান মিজান, লন্ডন মহানগর বিএনপির সায়েদ আহমেদ শাহারিয়ার জয়, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের উপদেষ্টা শামীমুল হক, এনবিসি ইউকের সহ সভাপতি মোঃ আসয়াদুল হক, আলী হোসাইন, জোবায়ের আহমদ, সেক্রেটারী তাহমিদ হোসেন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোর্শেদ আহমদ,খান, মির্জা এনামুল হক, মোঃ আমিনুর রহমান, রায়হান আহমদ, ফয়জুল হক, মোঃ হেলাল উদ্দীন, আব্দুল ওয়ালি শামীম, মোহাম্মদ মাজেদ হোসাইন, মোঃ অলিউর রহমান,

মোঃ অহিদুল ইসলাম, মোঃ আলম আ হমদ, মোছাঃ নিপা বেগম, মিনহাজ উদ্দীন খান,মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মাহফুজ আ হমদ চৌধুরী, মোঃ ফজল আহমদ, মোঃ আ মিনুল ইসলাম সফর, মকসুদ ইবনে ওয়াহিদ করেছ, মোঃ শাহাব উদ্দীন,মাহবুব আহমদ সালেহ,সায়েম আহমদ, মারুফ আহমদ, মাহফুজুর রহমান খান প্রমুখ ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে কোনো গণতন্ত্র নেই। কথা বলার অধিকার নেই। ডামী নির্বাচন করে ভোটের অধিকার হরণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। তারা বলেন, এই নির্বাচন বাতিল করে কেয়ারটেকার সরকারের অধিনে একটি নির্বাচন দিতে হবে। মানববন্ধনে বেগম খালেদা জিয়া ও জামায়াতে ইসলামীর আ মীর ডাঃ শফিকুর রহমানসহ সকল রাজ নৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন নটিংহ্যাম বিএনপি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল, বিএনপির নেতা নেকবর হুসাইন, নূরুল হুদা, এনবিসি ইউকের সেক্রেটারী পরিষদের সদস্য ইউসুফ আল আজাদ,আহমদ আলী, সুমেনা বেগম, মোঃ ছাবিদ মিয়া, রফিক আহমদ, কিবরিয়া আহমদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম,মোঃ মাহফুজুর রহমান,ইসলাম উদ্দীন,সায়েদ আহমদ, রাসেল আহমদ, মোঃ সাইফুর রহমান, মোঃ সাইফুল আলম, তারেক আ হমদ, নিলুফা লাকী, মোঃ মুজিবুর রহমান, শিমুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম খান,আ মিরুল মোমিন রেজা,আব্দুর রহমান,নাহিদ চৌধুরী,নাঈম রহমান, মুহিবুর রহমান, দিলোয়ার হোসেন,মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান, শামসুজ্জামান মনজু, মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, তোফায়েল আহমদ, নাসির হোসাইন অপু, শেখ আশরাফুজ্জামান, মোঃ ছাদ মিয়া, এমদাদুল হক,নাজমুল আহমদ মিনহাজ,সাইফুর রহমান ইমন, রায়হান উদ্দীন, মোঃ ইউসুফ নিজামী, মোঃ শামছুর রহমান, ফেরদৌস হাসান, হাবিবুর রহমান, মোঃ তাহমিদুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল মোহাইমিন, ফাহিম আহমদ, শাহজাহান খান সানি, আলিম উদ্দীন, শেরওয়ান আ লী, আলী উজ্জল, মোঃ রেজাউল করিম, জ াকওয়ান আহমদ,মীর জাকারিয়া হোসেন, তারেক হাসান, শাহিন আহমদ, কাজী মোজ াম্মেল হোসাইন, শামীম আহমদ, মোঃ আ বুল কাশেম, শাহজাহান মিয়া, শহিদুর রহমান, আব্দুস সামাদ, কওছর আহমেদ চৌধুরী,হোসাইন খান, শেখ আবুল ফাত্তাহ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যের প্রজনন স্বাস্থ্য নীতি কেমন হবে, বলবে নারীরা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: স্বাস্থ্য নীতিতে পিরিয়ড, জন্মনিরোধ, প্রজনন সক্ষমতা, গর্ভধারণ এবং মেনোপজ বিষয়ে সবার মতামত নিতে আগ্রহী যুক্তরাজ্য। দেশটির নারীদের আহ্বান জানানো হয়েছে, তারা যেন নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কথা বলেন।

মতামত যে নেওয়া হবে, সে বিষয়ে বছরখানেক আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশটির সরকার। শেষ পর্যন্ত গত বৃহস্পতিবার থেকে নারীস্বাস্থ্য নিয়ে এই জ রিপ শুরু হয়েছে।

দেশটির হেলথ ও সোশাল কেয়ার অধিদপ্তর বলছে, এই জরিপের ফলাফল সরকারি স্বাস্থ্য বিষয়ক নীতি নির্ধারকদের পাঠানো হবে; নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অভিজ্ঞতাকে নিবিড়ভাবে বুঝতে কাজে লাগানো হবে।

নারী স্বাস্থ্য বিষয়ক দূত অধ্যাপক ড্যাম লেসলি রিগান বলেন, "সেবা যতই ঢেলে সাজানো হোক, যদি তা কাজে না লাগে তবে এসব অর্থহীন। আর সেজন্যই নারী ও মেয়েদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার কথা বলছি আমরা, সেটা পিরিয়ড, মেনোপজ হতে পারে অথবা হতে পারে এন্ডোমেট্রিওসিস।

"স্বাস্থ্যসেবাকে নতুন করে সাজাতে হলে তাদের বক্তব্য জানা জরুরি, যেন নারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসা পায়।"

এই জরিপ ১৬ থেকে ৫৫ বছর বয়সী সব নারীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। ছয় সপ্তাহ ধরে সবার মতামত সংগ্রহ করবে লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিন (এলএসএইচটিএম)।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক রেবেকা ফ্রেঞ্চ বলেন, "বেশিরভাগ নারীর বেলায় প্রথম পিরিয়ড থেকে মেনোপজ মানে মাঝখানে ৪০ বছর কেটেছে। এই সময়ে নারীর নিজের প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা হওয়ার কথা। যেমন- কখন তারা সন্তান নেবেন এবং চিকিৎসা সেবা নিতে কোথায় যাবেন।

"নারীরা আগে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে হয়রানির কথা বলেছেন। যেমন গর্ভনিরোধ পিল, গর্ভধারণ চিকিৎসা নিতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে। অথবা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বাস্থ্যসেবাগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই; একাধিকবার যেতে হয়, অ্যাপয়েনমেন্ট পেতে দেরি হয়।"

রেবেকা ফ্রেঞ্চ বলেন, "কী ধরনের সেবা প্রয়োজন এবং কীভাবে এই সেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে তা বোঝার সুযোগ করে দেবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে এই জরিপ।"

উগ্র ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা। আর এরই জেরে এবার উগ্রপন্থি চার ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাজ্য।

গত মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। এর আগে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার দায়ে চলতি মাসেই ইসরায়েলের চার নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার অভিযোগে যুক্তরাজ্য চার 'চরমপন্থি' ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সোমবার ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ওই চারজনের বিরুদ্ধে আর্থিক ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর। এছাড়া ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যামেরনও ইসরায়েলকে সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মূলত গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনী ও ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে দাঙ্গা-সহিংসতা ব্যাপক হারে বেড়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরে বা ইসরায়েলে সংঘাত-সম্পর্কিত ঘটনায় কমপক্ষে ৩৮৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকও রয়েছেন। এছাড়া একই সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর চার সদস্যসহ ১০ ইসরায়েলিও নিহত হয়েছে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর বলছে, বসতি এবং অননুমোদিত ফাঁড়ির কিছু বাসিন্দা ফিলিস্তিনি সম্প্রদায়ের ওপর তাদের জমি ছেড়ে যাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হয়রানি, ভয়ভীতি দেখানোর পাশাপাশি সহিংসতাকে ব্যবহার করেছে।

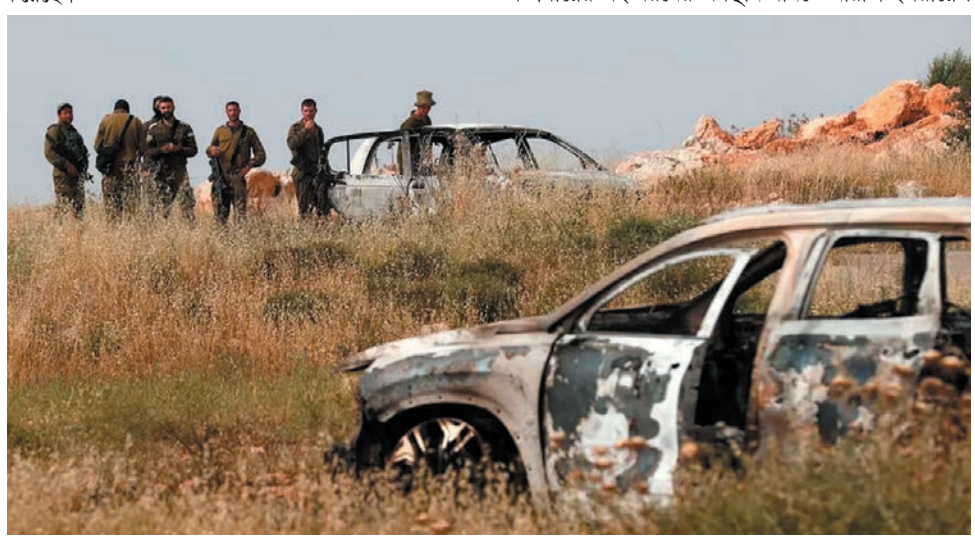

বসতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা পিস নাউ-এর তথ্য অনুসারে, পূর্ব জেরুজালেমসহ পশ্চিম তীরের ১৬০টি বসতি এবং ১৪৪টি ফাঁড়িতে প্রায় ৭ লাখ ইহুদি বাস করে। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েল পশ্চিম তীর দখল করার পরে নানা সময়ে ক্ষমতায় আসা ইসরায়েলি সরকারগুলো এসব বসতি তৈরি করে। আর ছোট ফাঁড়িগুলো সরকারি কোনও অনুমোদন ছাড়াই নির্মিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ইহুদি এসব জ নবসতি এবং ফাঁড়িগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অবৈধ বলে বিবেচনা করে। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই ধরনের অবস্থান মানতে নারাজ ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র।

বিবিসি বলছে, বসতি স্থাপনকারীরা ইসরায়েলের রাজ নীতিতে বেশ শক্তিশালী একটি পক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকারের কাছে তাদের সমর্থনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলো আ শঙ্কা করছে, তারা এই সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সর্বশেষ ব্রিটিশ এই নিষেধাজ্ঞোগুলো কার্যত একটি সতর্কতা হিসাবে মনে করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যামেরন বলেছেন: 'চরমপন্থি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের হুমকি দিচ্ছে এবং প্রায়শই বন্দুকের মুখে তাদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে। এই আচরণ বেআইনি এবং অগ্রহণযোগ্য।'

তিনি আরও বলেন, 'ইসরায়েলকে অবশ্যই আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায়শই নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা পালন করা হয়নি।'

এছাড়া চরমপন্থি বসতি স্থাপনকারীরা 'ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি উভয়ের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে' বলেও জানিয়েছেন ডেভিড ক্যামেরন।

একইসঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর চার ইহুদি বসতি স্থাপনকারীর নাম প্রকাশ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বর্ণনাও দিয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গত ৭৫ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসরায়েলের ৪ জন নাগরিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ এবং সেখানে কোনও সম্পদ কিনতে পারবেন না ওই চার ইসরায়েলি। এছাড়া যতদিন নিষেধাজ্ঞা থাকবে-ততদিন দেশটিতে অর্থনীতি এবং অর্থব্যবস্থার সঙ্গেও কোনও ভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না তারা। সূত্র : ঢাকাপোস্ট

এশীয় বধূদের করুণ জীবন

ীবন বরণ করতে হয়।
তিনি বিবিসি নিউজকে বলেছেন, শ্বশুর বাড়িতে আমাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হত। তারা আমাকে ক্রীতদাস বলত। বলত, তুমি এখানে ঘর পরিষ্কার করতে এসেছ, আমি পালিয়ে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে পাঠাবে।
আরেক নারী নায়লা বলেন, তাকে তার শ্বশুর শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। এরপর তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছে, যদি সে পুলিশকে কিছু বলে তাহলে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে এবং তার বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে দেয়া হবেনা।
চ্যারিটি সংগঠন রোশনী জানিয়েছে, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত দুর্বলতাকে অপব্যবহার করে কৃষ্ণাঙ্গ এবং এশিয়ান এরকম অনেক নারীদের নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করা হয়। উইমেনস এইড অনুসারে, ২০২২ সালে বৃটেনে ১.৭ মিলিয়ন নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারী অধিকার দাতব্য সংস্থা দ্য ফসেট সোসাইটি জানিয়েছে, নারীরা ঘরোয়া সহিংসতা থেকে বাঁচার আগে গড়ে ১১ বার সাহায্য চান। কিন্তু জাতিগত সংখ্যালঘু নারীদের জন্য এই সংখ্যা ১৭ গুণ বেড়েছে। তাদেরকে যারা দাসী বানিয়ে রেখেছে তারা বৃটেন থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়। বাইরের কাউকে তাদের সমস্যার কথা জানালে বাচ্চাদের থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করারও হুমকি দেয়া হয়। তাদের পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হয়। ফলে প্রশাসনের কাছে তাদের আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব জানা থাকেনা। চ্যারিটি সংগঠন রোশনি এ ধরনের শোষণকে আধুনিক দাসত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এরকম দাসী আমাদের শহর-নগরে বাসা-বাড়িতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বসবাস করছে। বিবিসি এসব নারীর পরিচয় প্রকাশ করেনি। কারণ তাঁরা এখনও ঝুঁকিতে রয়েছে।
রোশনী বলেছেন যে, এটি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ এবং এলাকার পুলিশ ও অপরাধ কমিশনারের (পিসিসি) সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে এবং পিসিসি বাজেট থেকে তহবিল পেয়েছে। তবে এরকম সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করতে গেলে বাজেট আরো বেশি প্রয়োজন।

রাজার কৃতজ্ঞতা

ব্রিটেনের রাজা চার্লসের। আপাতত তিনি জনসমক্ষে সব ধরনের দায়িত্ব পালন বিরত আছেন। তার ক্যানসারে আক্রান্তের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ব্রিটেনের মানুষের যে সহানুভূতি ও স্বান্তনা তিনি পেয়েছেন তাতে জনগণের প্রতি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন রাজা চার্লস। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
৭৫ বছর বয়সী রাজা বলেন, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই জানেন এই ধরনের সহানুভূতি ও স্বান্তনা রোগিকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগায়।
বাকিংহাম প্যালেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজার ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছে এখন তিনি স্যান্ড্রিংহামে অবস্থান করছেন।
এর আগে প্রোস্টেট বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসা নেওয়ার জন্য জানুয়ারির শেষে চার্লস যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, তখনই তার ক্যান্সার ধরা পড়ে।
তবে তিনি প্রোস্টেটের ক্যান্সারে আক্রান্ত নন। ঠিক কোন ধরনের ক্যান্সারে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন, তা প্রকাশ করা হয়নি।
তবে বাকিংহাম প্যালেস এক বিবৃতিতে বলেছে, সোমবার থেকে রাজার 'নিয়মিত চিকিৎসা' শুরু হয়েছে। "রাজা তার চিকিৎসা নিয়ে পুরোপুরি আশাবাদী এবং যত দ্রুত সম্ভব পূর্ণ রাজ ফিরে আসার অপেক্ষায় আছেন।"
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশ সিংহাসনে আরোহণ করেন রাজা তৃতীয় চার্লস। তার বয়স এখন৭৫ বছর।

কারাগারের সাথে তুলনা

পেয়েছে। সিপিটি আরও বলছে, কেন্দ্রগুলোতে মানসিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে যাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ তাদের মানসিক হাসপাতালে পাঠানোর বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জ।
এমনকি এমন লোকও এসব কেন্দ্রে আছেন, যাদের এখানে আবদ্ধ অবস্থায় থাকার মতো মানসিক অবস্থা নেই। যুক্তরাজ্যের আইন অনুযায়ী, কেউ মানসিক ও শারীরিকভাবে যেকোনো ধরনের আটক অবস্থায় থাকার মতো অবস্থায় না থাকলে তাকে সেখান থেকে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু সিপিটি বলছে, এসব কেন্দ্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। যুক্তরাজ্য সরকার সিপিটির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে বলে প্রতিবেদন করেছে ইউরো নিউজ।

বাইডেন-ট্রাম্পকে চায় না ৫৬ ভাগ আমেরিকান

পরিচালনা করেছে।
গত রবিবার প্রকাশিত ওই জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী, ৮৬ ভাগ আমেরিকান বলেছেন, '৮১ বছর বয়সী জো বাইডেন পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য খুবই বেশি বয়সী।' এ জরিপে ৭৭ বছর বয়সী ডোনালড ট্রাম্পের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এর জবাবে ৫৬ ভাগ বলেছেন, 'জো বাইডেন এবং ডোনালড ট্রাম্প উভয়েই বয়সে অনেক প্রবীণ। তাদের পরিবর্তে দুই পার্টি থেকেই অপেক্ষাকৃত কম বয়সী প্রার্থীকে মনোনীত করা দরকার।' আলাদাভাবে প্রশ্নের জবাবে ২৭ ভাগ বলেছেন, 'বাইডেন অনেক বেশি বুড়ো।' এ ক্ষেত্রে মাত্র ৩ ভাগ ট্রাম্পকে বেশি বুড়ো উল্লেখ করেছেন। ১৮ বছরের অধিক বয়সী আমেরিকানের মধ্যে এই জরিপ চালানো হয়। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর পরিচালিত একই ধরনের জরিপে (এবিসি নিউজ/ওয়াশিংটন পোস্ট) ৭৪ ভাগ আমেরিকান জো বাইডেনকে বয়সের কারণে পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে পছন্দ করেননি। এবারের জরিপে সে হার বেড়ে ৮৬ ভাগ হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম বাঙালি

ছিলেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাদ জুম্মা গাজীপুরেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।
তিনি গাজীপুরে প্রাইমারী স্কুল, আনোয়ারা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাতা করে গেছেন। মরহুমের গ্রামের বাড়ি ছিলো নোয়াখালির সোনাগাজী। সেখানেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন। বৃটেন এবং বাংলাদেশের শিক্ষার উন্নয়নে তিনি অনেক কাজ করেছেন। বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী মরহুমের মাগফেরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জারদারি রাষ্ট্রপতি, শাহবাজ প্রধানমন্ত্রী

নৈতিক দল শরিক রয়েছে। তবে পিপিপি কোনো মন্ত্রিত্ব নেবে না।
মঙ্গলবার পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) দেশের রাষ্ট্রপতি পদে জারদারিকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
৬৮ বছর বয়স্ক আসিফ জারদারি ২০০৮-২০১৩ মেয়াদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। জারদারি-বেনজির ভুট্টো দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে– বিলওয়াল ভুট্টো-জারদারি, আসিফা ভুট্টো জারদারি, বখতাওয়ার ভুট্টো জারদারি।
শাহবাজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী
এদিকে পাকিস্তানের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সর্বোচ্চ নেতা নওয়াজ শরিফ তার ভাই শাহবাজ শরিফকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছেন। এছাড়া তিনি তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ শরিফকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছেন।
দলের মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব ১৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে তার অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি অথবা নির্বাচনের দিন থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকার গঠন করতে হবে।
এর আগে পাকিস্তানের সরকার গঠন নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে পিএমএল-এন ও পিপিপি। ১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাতে নওয়াজ শরিফের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) এবং বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকেই সাধারণ নির্বাচনের পর পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার জন্য একে অপরের পাশে থাকতে সম্মত হন উভয় দলের নেতৃস্থানীয়রা। প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই দলের উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে লাহোরে অবস্থিত বিলাওয়াল ভুট্টোর বাড়িতে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পিপিপির প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, পিপিপির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি এবং নওয়াজ শরিফের ছোটভাই ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিএমএল-এনের মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকজন।
বৈঠকের পর এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, পিএমএল-এন এবং পিপিপির মধ্যে 'রাজনৈতিক সহযোগিতার নীতিতে' একটি ঐকমত্য হয়েছে।
উল্লেখ্য, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে মোট ৩৩৬টি আসন রয়েছে। যার মধ্যে ২৬৬টি আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এ ছাড়া জাতীয় পরিষদে ৭০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি নারীদের এবং ১০টি অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। জাতীয় পরিষদে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান অনুযায়ী এসব আসন বণ্টন করা হয়।
৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ২৬৬ আসনের মধ্যে ২৬৪টিতে (একটির ফল ঘোষণা স্থগিত ও একটিতে ভোট হয়নি) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পিটিআই (ইমরান খান) সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছে ৯৩ আসনে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নওয়াজের দল মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) পেয়েছে ৭৫ আসন। ৫৪ আসন নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বিলাওয়াল ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি (পিপিপি। অন্যান্য ছোট দল জিতেছে ৪২টি আসনে।
ইমরানের দল কেন সরকার গঠনের দৌড়ে পিছিয়ে
পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেরা মিলে কোনো সরকার গঠন করতে পারেন না। জাতীয় পরিষদে সংরক্ষিত ৭০ আসনে কোনো সদস্যও দিতে পারেন না তারা। সরকারে থাকতে হলেও তাদের কোনো দলে যোগ দিতে হয়। এ জন্য নির্বাচনে জয়ের পর ৭২ ঘণ্টা সময় পান তারা। তবে এসব নির্বাচিত এমপির কোনো নিবন্ধিত দল না থাকায় তারা এখন নির্দিষ্ট কোনো দলেও যোগ দিতে পারছেন না।
হিসাব পালটে দিলেন যে দুই নারী
পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান কারাগারে বন্দী। জাতীয় নির্বাচনে তিনি বা তার পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ছিল। দলীয় প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট পায়নি স্বতন্ত্র পরিচয়ে লড়া প্রার্থীরা। এরপরও দেশটির সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছে পিটিআই সমর্থিতরা।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, চূড়ান্ত প্রতিকূলতার নির্বাচনে ইমরান খান সমর্থিত প্রার্থীদের এমন অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে আছেন দুই নারী। তাদের মধ্যে একজন ইমরান খানের বোন আলিমা খান। অন্যজন ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবির বড় বোন মারিয়াম রিয়াজ ওয়াত্তু। নির্বাচনের আগে পিটিআই কর্মী ও সমর্থকদের কাছে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন আলিমা। বিশেষ করে ইমরান খান কারাগারে যাওয়ার পর দলের রাজনৈতিক কার্যক্রমের অন্যতম মুখপাত্র হয়ে উঠেন তিনি। এ সময় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন, তাদের উৎসাহ দেন। পাশাপাশি কঠোর ভাষায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায়ও সক্রিয় ছিলেন।
ইমরান খানের পদচ্যুতির পর থেকেই আলিমা তার সমর্থনে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত মে মাসে পাকিস্তানজুড়ে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের অন্যতম আয়োজক তিনি। ওই বিক্ষোভ সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি মামলায় তাকে আসামিও করা হয়েছে। গত অক্টোবরে আদালতে এক মামলার হাজিরা দেওয়ার পর আলিমা বলেন, পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক, ভাইয়ের পাশে থাকবেন তিনি।
এভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আলিমার নাম উঠে এসেছে বারবার। আগে তার পরিচিতি ছিল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে। লাহোরভিত্তিক টেক্সটাইল বায়িং হাউজ ডটকম সোর্সিং প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তার ব্যবসার পরিধি লাহোর থেকে করাচি হয়ে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত।
তবে আলিমার মতো আলোচনায় না এলেও পিটিআই সমর্থিত প্রার্থীদের এবারের সফলতার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন বুশরা বিবির বোন মারিয়াম রিয়াজ ওয়াত্তুরও। বিশেষ করে বুশরা বিবি ও ইমরান খানের বিয়ে নিয়ে আদালতের রায় ও পরবর্তী বিতর্কের সময়ে তাদের পক্ষে জোরালো ক্যাম্পেইন চালিয়েছেন তিনি। তার এ ক্যাম্পেইন সাধারণ জনগণের মধ্যে দম্পতির প্রতি সহানুভূতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
লন্ডন বিজনেস স্কুলের সাবেক শিক্ষার্থী মারিয়াম। পেশায় ডাটা সায়েন্টিস্ট হলেও অতীতে ওআইসি, বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি ও ইউনেস্কোর বিভিন্ন প্রকল্পে সংযুক্ত ছিলেন। ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগে থেকেই পিটিআইয়ের সক্রিয় কর্মী ছিলেন মারিয়াম। বোন বুশরা বিবির সঙ্গে ইমরান খানকে তিনিই প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন।
কারাগার থেকে ইমরান খানের হুশিয়ারী
এদিকে কারাগারের ভেতর থেকে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশটিতে চুরি করা ভোটে সরকার গঠনের দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।
রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি ইমরান খান বলেছেন, পাকিস্তানের জনগণ স্পষ্টভাবে তাদের রায় ঘোষণা করেছেন। আর এ কারণেই পাকিস্তানের নির্বাচনে গণতন্ত্র ও সুবিচারের একান্ত প্রয়োজন। আমি চুরি করা ভোটে সরকার গঠনের দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করছি। এই ধরনের প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি কেবল নাগরিকদের অসম্মানই করবে না, বরং দেশের অর্থনীতিকে আরও নিচের দিকে ঠেলে দেবে।
দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পিটিআই কখনই জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করবে না এবং আমি পিপিপি, পিএমএলএন এবং এমকিউএমসহ জনগণের ম্যান্ডেট ছিনতাইকারী যেকোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আমার দলকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছি।

অবিবাহিত নারী সিলেটে বেশি!

সিলেট ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: অবিবাহিত মানুষের হার সবচেয়ে বেশি সিলেট বিভাগে। এ বিভাগের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৫৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ পুরুষ ও ৪৪ দশমিক ৯১ শতাংশ নারী এখনো বিয়ে করেননি। তবে অবিবাহিত নারীর হার সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (এসভিআরএস) প্রতিবেদন ২০২২'-এ এমন তথ্য উঠে এসেছে।

২০২২ সালে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলেও এর আগে গণমাধ্যমে তারা এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে দেয়নি বা প্রকাশ্যেও আ নেনি। তবে বিবিএস বিয়ে না
করার কারণ উল্লেখ করেনি।

প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশের ৪৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৫৩ দশমিক ২৯ শতাংশ নারী বর্তমানে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ আছেন। আর বিয়ের বাইরে রয়েছেন মোট জনসংখ্যার ৭ কোটি ২০ লাখের বেশি। তাদের মধ্যে পুরুষ ৪৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ এবং নারী ৩৬ দশমিক ৪২ শতাংশ।

সর্বশেষ আদমশুমারি এবং এসভিআরএসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশে মোট জনসংখ্যার ৮ কোটি ৪১ লাখ ৩৪ হাজার ৩ জন পুরুষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৫৭৮ জন বিয়ে করেনি। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক পুরুষ এখনো বিয়ে করেনি। বিপরীতে ৮ কোটি ৫৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭৮৪ জন নারীর মধ্যে বিয়ে করেনি ৩ কোটি ১২ লাখ ৭ হাজার ১২৬ জন।

বয়সভিত্তিক অবিবাহিতদের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দেশে বর্তমানে পঞ্চাশোর্ধ্ব নারী-পুরুষ রয়েছেন ২ কোটি ৮৮ লাখ ২৫ হাজার ৬৭৬ জন। এর মধ্যে ১ কোটি ৫১ লাখ ৭৮ হাজার ৩১২ জন পুরুষের মধ্যে ৫ লাখ ২২ হাজার ১৩৩ জন অবিবাহিত রয়েছেন। বিপরীতে পঞ্চাশোর্ধ্ব ১ কোটি ৩৬ লাখ ৪৭ হাজার নারীর মধ্যে কখনো বিয়ে করেননি ১ লাখ ৮৯ হাজার ৬৯৮ জন। এই হার পঞ্চাশোর্ধ্ব নারীর প্রায় দেড় শতাংশ।

সাধারণত বাংলাদেশে ৫০ বছরের বেশি বয়সে বিয়ে করার হার খুবই কম। সেই হিসাবে ৫০ বছর বয়স পার হলেও যারা বিয়ে করেন না, কিছু ব্যতিক্রম বাদে তাদের বেশিরভাগই সারা জীবন অবিবাহিত থাকেন। তাদের চিরকুমার বা চিরকুমারী বলা হয়। এই হিসাবে দেশে বর্তমানে চিরকুমার ও চিরকুমারীর সংখ্যা ৭ লাখ ১১ হাজার ৮৩১ জন।

ঘুরে দাঁড়াতে লড়াই সিলেট বিএনপি'র

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ২৮ অক্টোবরের পর দৃশ্যপটে পরিবর্তন। কেউ কেউ রাজপথের আন্দোলনে সক্রিয় হন। গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেকেই। গ্রেপ্তার এড়াতে টানা ৩ মাস ঘরের বাইরে কাটিয়েছেন সিলেট বিএনপি'র বেশির ভাগ নেতা। এখন ঘুরে দাঁড়াতে লড়াই চালাচ্ছেন। নিজেদের মুক্ত করতে দৌড়াচ্ছেন আদালতে। পলাতক থাকা বেশির ভাগ নেতা উচ্চ আ দালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। নিচ্ছেন আগাম জামিনও। গত এক সপ্তাহে উচ্চ আদালত থেকে একডজন মামলায় শতাধিক নেতাকর্মী জামিন পেয়েছেন। অন্যদিকে, কারান্তরীণ থাকা নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন সিনিয়র নেতারা।

নিজেরা আদালত থেকে জামিন নিয়ে বন্দি থাকা নেতাদের দেখতে কারাগারেও যাচ্ছেন। ২৮শে অক্টোবরে ঢাকার ঘটনার পর সিলেট বিএনপি'র নেতারাও আ ন্দোলনে রাজপথে নামেন। প্রথমেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নগর বিএনপি'র সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল কাইয়ূম জালালী পঙ্কি। এরপর আন্দোলন করতে গিয়ে নানা সময় নেতারা গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর মধ্যে এখনো কারাগারে রয়েছেন নগর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের জেলা আহ্বায়ক আব্দুল আহাদ খান জ ামাল, নগর আহ্বায়ক মাহবুবুল হক চৌধুরী, জেলা যুবদলের সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মুনিম মুমিন, নগর সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আফসর খান, নগর ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আহসান রাব্বী। তাদের সঙ্গে অন্তত সাড়ে ৩শ' নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন সিলেট বিএনপি'র নেতারা। গ্রেপ্তারের পর অনেককেই রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় মারধর করা হয় বলে বিএনপি'র নেতারা অভিযোগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে গ্রেপ্তারকৃত নেতাদের পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় আইনি সহায়তা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে; পরবর্তী সময়ে লন্ডনের নেতাদের আর্থিক সহযোগিতায় সিলেটে আইনি সহায়তা সেল গঠন

করা হয়। আর এই সেলের মাধ্যমে গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের আইনি সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

সিলেট বিএনপি'র নেতারা জ ানিয়েছেন, অক্টোবরের শেষ থেকে ৭ জানুয়ারি ভোটের দিন পর্যন্ত সিলেট জেলা ও নগর মিলে ৬৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা ধারায় এসব মামলা দায়ের হয়। সিলেট জেলা বিএনপি'র সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম চৌধুরী, নগর বিএনপি'র সভাপতি নাসিম হোসাইনসহ সিনিয়র নেতা থেকে শুরু করে ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতারাও আসামি হন। বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতারা সবচেয়ে বেশি মামলায় আসামি হয়েছেন।

কারান্তরীণ ছাত্রদল নেতা রাব্বির উপর একডজনের বেশি মামলা দায়ের করা হয়। সিলেট জে লা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী জানিয়েছেন, সিলেটে মামলা সত্তরের উপরে। আসামি কয়েক হাজার নেতাকর্মী। পুলিশের পক্ষ থেকে বেশির ভাগ মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় অন্তত সাড়ে ৩শ' নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এখনো কারান্তরীণ দেড়শ' নেতাকর্মী। কারাগারে থাকা সিনিয়র নেতারা একাধিক মামলার আসামি। এ কারণে তাদের জামিনে বিলম্ব হচ্ছে।

তিনি বলেন, মামলায় আসামি হওয়া নেতাদের সহযোগিতায় আইনি সহায়তা সেল গঠন করা হয়েছে। যারা সহযোগিতা চাচ্ছেন তাদের সহযোগিতা দেয়া হচ্ছে। এদিকে, সিলেট নগর বিএনপি'র সাবেক সহ-সভাপতি রেজাউল হাসান লোদী কয়েস ও সাবেক সদস্য সচিব মিফতাহ সিদ্দিকী নগরে আ ন্দোলন করতে ৫টি করে মামলার আসামি হয়েছেন। মিফতাহ ঢাকার মামলারও আসামি। তারা এখন উচ্চ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেছেন।

ঢাকায় অবস্থান করা রেজাউল হাসান লোদী কয়েস জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে যে ৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল সে মামলাগুলোর জ ামিন উচ্চ আদালত দিয়েছেন। ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে নি¤œ আদালতে হাজির হতে হবে। এ ছাড়া নগর বিএনপি'র সিনিয়র নেতা মঈনুদ্দিন সোহেল, নজিবুর রহমান নজি বসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতারাও হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছেন। মামলা বেশি হওয়ার কারণে জামিন পেতে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি জানান, সামনে বিএনপি'র তরফ থেকে নানা কর্মসূচি আসছে। এসব কর্মসূচিতে অংশ নিতে হলে নেতাকর্মীদের জামিনে থাকতে হবে। বিএনপি আন্দোলনে আ ছে, লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে থাকবেন বলে জানান তিনি।

এদিকে কারাবন্দি নেতাদের পাশে রয়েছেন সিলেট বিএনপি'র সিনিয়র নেতারা। গত শনিবার বিকালে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা নেতাদের দেখতে গিয়েছিলেন বিএনপি'র চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সিলেট জেলা বিএনপি'র সভাপতি আব্দুল কাইয়ূম চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু।

বিএনপি নেতা পাপলু জানান, কারাগারে বন্দি থাকা নেতাকর্মীদের দেখতে আমরা প্রায়ই যাচ্ছি। যতটুকু সম্ভব সহায়তা করা হচ্ছে। শনিবার দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা দেখে এসেছেন। তিনি বলেন, কারাগারে থাকা নেতাকর্মীরা কষ্টে আছেন। অনেকেই মাসের পর মাস কারাগারে রয়েছেন। পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা। তাদের কষ্ট লাঘবে আমরা সবধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি।

পরিবারে স্বচ্ছলতা ফেরানো হলো না প্রবাসী সুমনের

সিলেট প্রতিনিধি: পরিবারে স্বচ্ছলতা ফেরাতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান গিয়েছিলেন সিলেটের জকিগঞ্জ পৌর এলাকার বাসিন্দা সুমন আহমদ (২৭)। ধার-দেনা করে প্রবাসে যাওয়ার খরচ জে াগাড় করেছিলেন। কিন্তু ওমান যাওয়ার তিন মাসের মাথায় আ কস্মিক তাঁর মৃত্যু পরিবারকে স্বচ্ছলতার পরিবর্তে আরো অকুলপাতাড়ে ফেলে দিয়েছে।

গত মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে তিনি মারা যান। সুমন জকিগঞ্জ পৌর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পঙ্গবট গ্রামের মৃত আব্দুশ শুক্কুরের ছেলে।

জকিগঞ্জ পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হেলাল আ হমদ জানান, সুমন ব্যক্তিগত জ ীবনে ছোট্ট দুই কন্যাসন্তানের জ

নক। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। প্রায় ৩ মাস আগে জীবিকার তাগিদে ওমান প্রবাসে পাড়ি দেয়। তার পরিবার আর্থিকভাবে অনেকটা অসচ্ছল। প্রবাস যাওয়ার ঋণ পরিশোধ করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কাউন্সিলর আরও বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৬ টার দিকে সুমন তার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বশেষ কল দিয়ে কথা বলেছে। এরপর আ মাকেও কল দিয়েছিলো কিন্তু আ মি কল রিসিভ করতে পারিনি। যতটুকু জানতে পেরেছি-কাজে যাবার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় হঠাৎ করে সে আকস্মিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বর্তমানে তার লাশ ওমান পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। মরদেহ দেশে আনার প্রস্তুতি চলছে।

ছাত্রলীগ নেতার হাতে কর্মী খুনের অভিযোগ : মূল অভিযুক্তরা এখনো অধরা

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় কলেজছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী আবুল হাসান হত্যাকান্ডে জ ড়িত থাকার অভিযোগে একজ নকে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্তরা এখনো অধরা। হাসানের পরিবারের অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের ইশারায় মামলার প্রধান আসামি সিলেট ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি আবু দারদা জিহাদসহ তার একান্ত সহযোগিদের গ্রেফতার করছে না পুলিশ। ফলে সুবিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় আছেন হাসানের পরিবার। তবে পুলিশ বলছে- এমন কোনো 'ইশারা' নেই। সব আসামি ধরতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

খুন হওয়া আবুল হাসানের বড় ভাই ও মামলার বাদী মো. আবু সাঈদ মুঠোফোনে বলেন, তার ছোট ভাই (হাসান) সিলেট সরকারি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। গত ২০ জানুয়ারি রাতে মোমিনখলা জামেয়া দারুল হুদা মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে আবুল হাসানসহ তার বন্ধুরা গিয়েছিলেন। সেখানে ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি আবু দারদা জিহাদ ও তার ছোট ভাই আ বু দাউদ জামীর সঙ্গে 'সিনিয়র-জ ুনিয়র' নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়।

পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান হয়।

২৫ জানুয়ারি আবুল হাসানকে মোমিনখলা এলাকায় ডেকে নিয়ে যান আবু দারদা। এ সময় তার সঙ্গে জাবের আহমদ, সায়েক আহমদসহ আরও কয়েকজন ছিলেন। সেখানে যাওয়ামাত্র আ বুল হাসানকে কুপিয়ে গুরুতর আ হত করা হয়। অন্যরাও আহত হন। সিলেট এমএজি ওসমানী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবুল হাসান ২ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

এদিকে, গত ২৬ জানুয়ারি হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগ নেতা আবু দারদা জিহাদ, তার ভাই আবু দাউদ জ ামীসহ নয়জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় চার-পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন মো. আবু সাঈদ। হাসান মারা যাওয়ার পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়।

সাঈদ অভিযোগ করে বলেন, আ সামিরা সবাই ছাত্রলীগের রাজ নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এজন্য প্রভাবশালী মহলের ইশারায় মূল আসামিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না।

দক্ষিণ সুরমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইয়ারদৌস হাসান বলেন, আবুল কালাম রিপন নামে এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে। আসামি ধরা- না ধরা নিয়ে কোনো চাপ নেই।

যেভাবে শাবান মাস পালন করবেন

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

হিজরি সনের অষ্টম মাস হলো পবিত্র ‘শাবান’। এ মাসটি পেরোলেই শুরু হয় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস পবিত্র রমজানুল মোবারক। রমজানের আগের দুটি মাস রজব ও শাবানজুড়ে তিনি বেশি বেশি নফল ইবাদত, দোয়া করা ও রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতেন। বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতের কারণে এ মাসটিকে ‘শাবানুল মুআজ্জম’ বলা হয়। এর অর্থ হলো, মহান শাবান মাস। ঐতিহাসিকদের নির্ভরযোগ্য তথ্যানুসারে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ আদায়ের পরিবর্তে পবিত্র কাবা ঘরের দিকে নামাজ পড়ার নির্দেশনা এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশনা-সংবলিত অসাধারণ দুটি বিধান এ মাসেই অবতীর্ণ হয়। এ মাসে বিশেষ ইবাদতের অন্যতম হলো যথাসাধ্য বেশি বেশি নফল রোজা রাখা। এ ছাড়া এ মাস হলো আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনার মাস। রসুলুল্লাহ (সা.) রজব ও শাবান মাসব্যাপী বিশেষ একটি দোয়া করতেন ‘আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগনা রমাদান’। ‘হে আল্লাহ! রজব মাস এবং শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন, আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।’ (মুসনাদে আহমাদ)। পবিত্র রমজান মাসে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মুসলমানের ওপর রোজা রাখা ফরজ। রমজান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে রোজা রাখা ফরজ নয়। তবে নফল রোজা রাখার অনেক অনেক ফজিলত রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি ফটক রয়েছে। কিয়ামত দিবসে এতে রোজাদারগণ প্রবেশ করবেন। তারা ব্যতীত কেউ এতে প্রবেশ করবে না। আহ্বান করা হবে রোজাদারগণ কোথায়? তারা প্রবেশ করার পর ওই ফটক বন্ধ করা হবে। অতঃপর আর কেউ প্রবেশ করবে না।’ (সহিহ বুখারি, মুসলিম)। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ‘আল্লাহর জন্য কেউ এক দিন রোজা পালন করলে এর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তাকে সত্তর বছর দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।’ (সহিহ বুখারি, মুসলিম) আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘রসুলুল্লাহ (সা.) এমন ধারাবাহিকভাবে রোজা রেখে যেতেন যে, আমরা ধারণা করতাম তিনি আর রোজা বিরতি দেবেন না। আবার বিরতি দিলে আমরা ধারণা করতাম হয়তো আর রোজা রাখবেন না। এক মাস রমজান ব্যতীত পূর্ণ মাস রোজা পালন করতে আমি রসুল (সা.)-কে দেখিনি। দেখিনি তাকে শাবান মাস অপেক্ষা অপর কোনো মাসে অধিক পরিমাণে রোজা পালন করতেও। (নাসায়ি : ২১৭৬)। অপর এক হাদিসে তিনি বর্ণনা করেন, ‘নবীজি (সা.) শাবান মাসের চেয়ে বেশি রোজা কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন এবং বলতেন তোমাদের মধ্যে যতটুক সামর্থ্য আছে ততটুকু আমল কর। কারণ তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা প্রতিদান বন্ধ করেন না। নবীজি (সা.)-এর কাছে বেশি পছন্দনীয় নামাজ হলো যা নিয়মিত করা হতো, যদিও তা পরিমাণে স্বল্প। আর তিনি যখন কোনো নফল নামাজ আদায় করতেন এর ধারাবাহিকতা তিনি অব্যাহত রাখতেন।’ (সহিহ বুখারি)। শাবান মাসে অধিক পরিমাণে রোজা রাখার রহস্য সম্পর্কে সাহাবি উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, ‘এক দিন আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-কে এ মাসে বেশি বেশি রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। লোকজন রজব ও রমজান-মধ্যবর্তী মাসটিকে অবহেলায় উপেক্ষা করে অথচ এই মাসে বান্দার আমলগুলো আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়। আমি পছন্দ করি আমার আমল পেশ করার সময় আমি রোজা অবস্থায় থাকি।’ (আবু দাউদ)

লেখক : গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা

কারাগারে ধর্মীয় শিক্ষা

মোঃ আবু তালহা তারীফ

কেন্দ্রীয় কারাগার বর্তমানে ঢাকার পাশে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকায়। সম্প্রতি ডেপুটি জেলারের আমন্ত্রণে মতবিনিময় সভা হয়েছিল। জানা যায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় মক্তবি শিক্ষা দেয়া হয়। ২০১৮ সালে ১৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে মক্তব শুরু হয়েছিল।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় কারামক্তবের অধীনে ৪০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে মোট ১৪টি মক্তব পরিচালিত হচ্ছে। বন্দীদের মধ্য থেকে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাচাই করে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্তমান মক্তবে ছাত্র উপস্থিতির সংখ্যা ৩০০-৩৫০ জন। বন্দীদের মধ্য থেকে পবিত্র কুরআনের সবক নিয়েছেন এক হাজার ৯২০ জন। মোট খতম হয়েছে এক হাজার ৬৬৫ বার। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী আরবি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৫৯ জন। ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আরবি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সাত হাজার ৪৮৫ জন। কারাগারে প্রশাসনের সহযোগিতায় ইসলামী প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান কিরাত, হামদ-না’ত ও আজান অনুষ্ঠিত হয়েছে দু’বার। আরো অবাক করার বিষয়- প্রশাসনের সহযোগিতায় কুরআন মুখস্থ করে হাফেজ হয়েছেন একজন বন্দী। তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে সম্মানিত করে কারা কর্তৃপক্ষ। প্রতি মাসে মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক কাউন্সেলিং করা হয় ১২ বার। কেন্দ্রীয় কারামক্তবে কুরআন খতম শুরু হয় ১০ অক্টোবর। আজ পর্যন্ত কারাগারে ধর্মীয় ও মক্তবি শিক্ষা চলমান রয়েছে। প্রিয় পাঠক, যারা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কারাগার থেকে বের হয় তাদের তেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বা কোনো সংগঠন আলাদাভাবে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা সহোযোগিতা করলে তারা খুবই উপকৃত হবেন। আমরা জেল থেকে বের হওয়া অপরাধী ব্যক্তিকে অনেকে ঘৃণার চোখে দেখি। তার সাথে ভালো ব্যবহার করি না। সামাজিক কোনো কাজে তাকে মূল্যায়ন করি না। তাকে নিয়ে সমালোচনা কিংবা তার সাথে কটূক্তিমূলক কথা বলি। আবার সে যে অপরাধ করে কারাবরণ করেছে সেই অপরাধের কথা তুলে গালমন্দ করি। অনেক সময়ে দেখা যায়, তার অপরাধের কারণে তার পরিবারকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়। আমাদের উচিত অপরাধকে ঘৃণা করে অপরাধী ব্যক্তিকে কাছে টেনে নেয়া। তার দ্বারা যেন অন্য অপরাধ সংঘটিত না হয় সেই পদক্ষেপ নেয়া। তার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারাবরণ শেষে জেল থেকে বের হয়ে সংসার পরিচালনার জন্য কাজ করার সুযোগ পেলে অর্থনৈতিকভবে উন্নতি হলে তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হবে না। সমাজ থেকে অনেকাংশেই অপরাধ কমে যাবে।

বউ-শাশুড়ি সম্পর্কের রূপরেখা

শরিফ আহমাদ

পরিবার-পরিজন আল্লাহপাকের দেয়া এক বিশেষ নিয়ামত। জন্মসূত্রে পরিবারে সবার আলাদা পরিচয় থাকে। অর্পিত থাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআন-সুন্নাহর বিধান অমান্য কিংবা একচেটিয়া মনোভাব দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত সৃষ্টি করে। শরিয়তের দৃষ্টিতে বউ-শাশুড়ি সম্পর্কের রূপরেখা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

বউ-শাশুড়ি সম্পর্ক : বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক হতে হয় মা-মেয়ের মতো। একজন স্ত্রীকে স্বামীর মা-বাবা অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের মা-বাবার মতো সম্মান দিতে হয়। মনেপ্রাণে ভালোবাসার নজির পেশ করতে হয়। অনুরূপ শ্বশুর-শাশুড়িকে পুত্রবধূর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হয়। নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসার বন্ধনে আগলে রাখতে হয়। স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ির কল্যাণেই স্বামীর হাত ধরে নতুন ঠিকানায় আসে। আর তারাও বংশবাতি বৃদ্ধি করার মাধ্যম খুঁজে পায়। এ জন্য বউ-শাশুড়ি পরস্পর কৃতজ্ঞ হতে হয়। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী করিম সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।’ (আবু দাউদ-৪৭৩৬)

শাশুড়ি কর্তৃক জুলুম : একজন পুত্রবধূ নিজের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে আসে। সংসারে তার মন বসা কিংবা কাজকর্মে দক্ষ হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। মানবিক কারণে তার প্রতি সহানুভূতির হাত সর্বদা ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য ঝগড়াঝাটি ও শাশুড়ি কর্তৃক বউকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সম্পূর্ণ জুলুম। যার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। কথায় কথায় খোঁটা দেয়া কিংবা ঝগড়াটে বউ-শাশুড়ি কপালপোড়া। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সেই লোক সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।’ (বুখারি-২২৯৫)

সাংসারিক কাজ বোঝা নয় : সাংসারিক কাজ নারীদের দায়িত্ব। এটি কোনো বাড়তি বোঝা নয়। এই বুঝ বউ-শাশুড়ির মধ্যে থাকলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ফাতেমা রা:-এর জীবনী থেকে নারীদের অনেক শিক্ষা রয়েছে। তিনি সংসারের কাজে প্রচুর পরিশ্রম করতেন। রাসূল সা: আহলে সুফফা ও বিধবাদের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। আলী রা: থেকে বর্ণিত- ফাতেমা রা: আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূল সা:-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতেমা রা: রাসূল সা:-এর কাছে এসে একজন খাদেম চাইলেন। তিনি তাকে না পেয়ে তখন তা আয়েশা রা:-এর কাছে উল্লেখ করেন। তারপর রাসূল সা: এলে আয়েশা রা: তার কাছে বিষয়টি বললেন। আলী রা: বলেন, নবী সা: আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, ‘তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাকো।’ আমি তার পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, ‘তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের তার চেয়ে উত্তম বস্তুর সন্ধান দেবো না?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। এই তোমাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম যা তোমরা চেয়েছ।’ (বুখারি-২৮৯৩)

শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত : কুরআন ও হাদিসে মা-বাবার খেদমতের দায়িত্ব ছেলেকে দেয়া হয়েছে। পুত্রবধূর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তাকে খেদমত করতে বাধ্য করা নিষেধ। সে কাজের মেয়ে নয়। তবুও নীতিনৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে তাকে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করতে হয়। এটিকে পরম সৌভাগ্য ও সওয়াবের মাধ্যম বানিয়ে নিতে হয়। কেননা, শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতে নমুনা সাহাবিদের যুগেও ছিল। কাবশা বিনতে কাব ইবনে মালিক রা: থেকে বর্ণিত- তিনি আবু কাতাদা রা:-এর পুত্রবধূ ছিলেন। একদা আবু কাতাদা গৃহে আগমন করলে তিনি তাকে অজুর পানি এগিয়ে দিলেন...। (আবু দাউদ-৭৫)

স্বামীর আদেশে খেদমত : মা-বাবার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সবার থাকে। প্রত্যেকটি ছেলে কামনা করে তার স্ত্রী মা-বাবার খেদমত করুক। তাদের খেদমতে মনোযোগী স্ত্রী সহজেই স্বামীর হৃদয় জয় করতে পারে। আর স্বামী যদি শরিয়তের ভেতরে থেকে স্ত্রীকে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতের আদেশ করে তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর আদেশ মানতে হবে। স্বামীর আনুগত্য ছাড়া কোনো নারীর সালাতও কবুল হয় না। আবু উমামা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূল সা: বলেন, ‘তিন ব্যক্তি এমন যাদের সালাত তাদের কান অতিক্রম করে না- এক. পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে; দুই. এমন মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত); তিন. এমন ইমাম মুসল্লিরা যাকে অপছন্দ করে।’ (তিরমিজি-৩৬০, আস সিলসিলাতুস সহিহা-২৮৮) বউ-শাশুড়ির সুন্দর সম্পর্কেও পেছনে পুরুষদেরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তবেই সুখী হয়ে ওঠে প্রত্যেকটি পরিবার। লেখক : আলেম ও কবি

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৬	৫:৩৪	৭:১১	১২:২০	৩:২৭	৫:২০	৬:৫০
শনিবার	১৭	৫:৩২	৭:০৯	১২:২০	৩:২৮	৫:২১	৬:৫০
রবিবার	১৮	৫:৩০	৭:০৭	১২:২০	৩:৩০	৫:২৩	৬:৫২
সোমবার	১৯	৫:২৮	৭:০৫	১২:২০	৩:৩২	৫:২৫	৬:৫৪
মঙ্গলবার	২০	৫:২৬	৭:০৩	১২:১৯	৩:৩৩	৫:২৭	৬:৫৬
বুধবার	২১	৫:২৪	৭:০১	১২:১৯	৩:৩৫	৫:২৯	৬:৫৭
বৃহস্পতিবার	২২	৫:২২	৬:৫৯	১২:১৯	৩:৩৭	৫:৩০	৬:৫৮

পাকিস্তানে সরকার গঠন

শাহবাজ শরিফকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করলেন নওয়াজ

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : পাকিস্তানের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজের (পিএমএল-এন) সর্বোচ্চ নেতা নওয়াজ শরিফ তার ভাই শাহবাজ শরিফকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছেন।

এছাড়া তিনি তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ শরিফকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেছেন।

দলের মুখপাত্র মরিয়ম আওরঙ্গজেব মঙ্গলবার রাতে তার অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করা এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

এদিকে কারাগারের ভেতর থেকে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দেশটিতে চুরি করা ভোটে সরকার গঠনের দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি ইমরান খান বলেছেন, পাকিস্তানের জনগণ স্পষ্টভাবে তাদের রায় ঘোষণা করেছেন। আর এ কারণেই পাকিস্তানের নির্বাচনে গণতন্ত্র ও সুবিচারের একান্ত প্রয়োজন।

আমি চুরি করা ভোটে সরকার গঠনের দুঃসাহসিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করছি। এই ধরনের প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি কেবল নাগরিকদের অসম্মানই করবে না, বরং দেশের অর্থনীতিকে আরও নিচের দিকে ঠেলে দেবে।

দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পিটিআই কখনই জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করবে না এবং আমি পিপিপি, পিএমএলএন এবং এমকিউএমসহ জনগণের ম্যান্ডেট ছিনতাইকারী যেকোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আমার দলকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছি।

রাজনৈতিক দলগুলোকে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি অথবা নির্বাচনের দিন থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সরকার গঠন করতে হবে।

দেশটির জাতীয় পরিষদে মোট ৩৩৬টি আসন রয়েছে। যার মধ্যে ২৬৬টি আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এ ছাড়া জাতীয় পরিষদে ৭০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি নারীদের এবং ১০টি অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত। জাতীয় পরিষদে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান অনুযায়ী এসব আসন বণ্টন করা হয়।

ইমরান খানের দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। নিহত আদনান এর আগে ২০১৮ সালে পিটিআই থেকে পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সোমবার রাওয়ালপিন্ডি শহরের সিভিল লাইন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর ডনের।

চৌধুরী মুহাম্মদ আদনান নামের নিহত ওই পিটিআই নেতা পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি এবারের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের রাওয়ালপিন্ডির এনএ-৫৭ আসন এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের পিপি-১৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রাওয়ালপিন্ডি পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে মুহাম্মদ আদনানকে হত্যা করা হয়েছে। তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করে আদালতের সামনে হাজির করা হবে।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানে এর আগে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় আরও দুই পিটিআই কর্মী নিহত হন। গত শুক্রবার ভোট কারচুপির অভিযোগে খাইবার পাখতুনখাওয়ার শিংলা এলাকায় পিটিআই নেতাকর্মীদের বিক্ষোভের সময় গুলি চালায় পুলিশ। এতে ওই দুজন নিহত হন। গুলিতে আরও ১২ জন আহত হন।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দমন-পীড়নের মধ্যে থেকেও এ নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসেবে চমক দেখিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআই-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। জাতীয় পরিষদের ২৬৪ আসনের ঘোষিত ফলে দেখা গেছে তারা পেয়েছেন সর্বোচ্চ ৯৩টি আসন। কোনো দলই এককভাবে সরকারের গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রার্থী খুন হওয়ায় একটি আসনে নির্বাচন স্থগিত রয়েছে।

ফিলিপাইনে সোনার খনি ধসে নিহত ৫৪

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ দাভাও দে ওরোর কাছে সোনার খনি ধসে অন্তত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন এখনো ৬৩ জন। প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহের প্রবল বৃষ্টির পর গত ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে প্রদেশটির মাসারা পাহাড়ি গ্রামে এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে বলে খবরে বলা হয়েছে। খবর আলজাজিরা ও রয়টার্সের।

ফিলিপাইনে সোনার খনি ধসে নিহত ৫৪
ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ দাভাও দে ওরোর কাছে সোনার খনি ধসে অন্তত ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন এখনো ৬৩ জন। প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
কয়েক সপ্তাহের প্রবল বৃষ্টির পর গত ৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাতে প্রদেশটির মাসারা পাহাড়ি গ্রামে এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে বলে খবরে বলা হয়েছে। খবর আল জাজিরা ও রয়টার্সের।

দাভাও দে ওরো প্রদেশ প্রশাসনের কর্মকর্তা অ্যাডওয়ার্ড ম্যাকাপিলি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, সোনার খনিটি ধসের পর থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের তিনশর মতো কর্মী উদ্ধার অভিযান শুরু করে। গত পাঁচ দিনে ৫৪ জনের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কাদা-ধসে পড়া স্তূপের নিচে এখনো ৬৩ জনের মতো আটকা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তার পরের উদ্ধারকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ভারি বর্ষণের কারণে কাদায় পুরো খনি ঢেকে গেছে। আরও ভূমিধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে উদ্ধার তৎপরতা বিঘ্ন ঘটছে।

গত শুক্রবার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে তিন বছর বয়সি একটি মেয়ে শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারীরা একটি 'অলৌকিক ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন।

দাভাও দে ওরো প্রদেশ প্রশাসনের কর্মকর্তা অ্যাডওয়ার্ড ম্যাকাপিলি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, সোনার খনিটি ধসের পর থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের তিন শ'র মতো কর্মী উদ্ধার অভিযান শুরু করে। গত পাঁচ দিনে ৫৪ জনের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কাদা-ধসে পড়া স্তূপের নিচে এখনো ৬৩ জনের মতো আটকা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তারপরের উদ্ধারকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, ভারি বর্ষণের কারণে কাদায় পুরো খনি ঢেকে গেছে। আরও ভূমিধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। যার ফলে উদ্ধার তৎপরতা বিঘ্ন ঘটছে।
গত শুক্রবার ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে তিন বছর বয়সি একটি মেয়ে শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকারীরা একটি 'অলৌকিক ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন।

যে কারণে প্রেসিডেন্টের কাছে গেলেন ইমরানের দলের নেতারা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও ভোট ডাকাতির অভিযোগ অভিযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভির সঙ্গে দেখা করেছেন কারাবন্দি ইমরান খানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতারা। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত ৯টার পর দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের একটি লাইভ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট আলভির সঙ্গে পিটিআই নেতা রউফ হাসান ও উমর নিয়াজি সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাতে পিটিআই নেতারা প্রেসিডেন্টকে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের সময় স্পষ্ট অনিয়ম সম্পর্কে অবহিত করেন। প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পিটিআই প্রতিনিধিদল কথিত অনিয়মের বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, দলকে চাপে রাখা, নির্বাচনী প্রতীক না দেওয়া এবং অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তারের পরও পিটিআই সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। সাধারণ মানুষ পিটিআই-সমর্থিত প্রার্থীদের ওপর আস্থা দেখিয়েছেন। এর আগে গত শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পিটিআইয়ের বর্তমান চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গহর আলী খান আশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি তার দলকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন। কারণ, তারা জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন।

সে সময় সাধারণ মানুষের চাওয়াকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়ে গহর বলেছিলেন, 'কারও সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমরা এগিয়ে যাব এবং সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সরকার গঠন করব।'

বাইডেন নিজেও জানেন না তিনি বেঁচে আছেন কিনা, ট্রাম্পের উপহাস

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ : আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে নিয়ে উপহাস করলেন রিপাবলিকান ফ্রন্টরানার ডোনালড ট্রাম্প। বক্তব্য দেওয়ার সময় আজকাল প্রায়ই ভুল করছেন বাইডেন। জড়তার কারণে অনেক কথাই বুঝা যায় না তার। এ নিয়ে প্রায়ই গণমাধ্যমে নানা ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

শুক্রবার পেনসিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গে 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন'-এ দেওয়া এক ভাষণে বাইডেনকে নানাভাবে উপহাস করেন ট্রাম্প। তিনি দাবি করেন, ৮২ বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানেনই না যে তিনি আসলে বেঁচে আছেন কিনা। পাশাপাশি মার্কিন বিচার বিভাগেরও সমালোচনা করেন তিনি। বলেন, যে অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সে একই কাজ বাইডেনও করেছেন।

Keir Starmer's Leadership Met with Crucial Test Ahead of Gaza Ceasefire Vote

By Salman Farsi
Weekly Desh

In the labyrinthine corridors of British politics, Labour leader Keir Starmer finds himself at a crossroads, as a critical vote looms on the horizon. The issue at hand – a parliamentary motion calling for an "immediate" ceasefire in Gaza – threatens to not only test the mettle of Starmer's leadership but also to unveil the deep fissures within the Labour Party.

Next week, MPs are poised to cast their votes on a motion brought forward by the SNP, marking the second such instance where Parliament grapples with the dire situation in the Middle East. This motion comes in the wake of Labour's abstention from a similar vote last November, a decision that sparked a significant rift within the party, culminating in the resignation of 10 frontbench members.

The backdrop of this political theatre is a landscape marred by conflict. Over 28,000 Palestinians have been reported killed since the onset of military actions in Gaza, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowing to continue a ground offensive in Rafah, a region sheltering over a million refugees, which is supposed to be a designated safe zone for people fleeing the killings.

For Starmer, the challenge extends beyond the parliamentary vote. His leadership has already been scrutinized following the party's handling of two candidates who faced backlash for making derogatory remarks about Israel. Initially calling for a "humanitarian pause," Starmer has since shifted his stance towards advocating a "sustainable ceasefire," albeit without explicitly endorsing immediacy.

The Labour Party, once unified in its pursuit of social justice and equality, now stands at a precipice, its members divided. Last year's vote saw Starmer facing his largest rebellion as leader, with 56 MPs, including eight shadow ministers, breaking ranks to support the SNP motion.

The dilemma facing Labour is profound. On one side, there's the moral imperative to advocate for an end to the bloodshed in Gaza; on the other, a political calculus that involves navigating the intricacies of party loyalty and leadership authority.

Starmer's recent tweet, "The fighting must stop now. We need a sustainable ceasefire," may hint at a potential shift in strategy. This could pave the way for Labour to either support the SNP motion or at least, not discipline members who choose to do so, reflecting a significant departure from last year's stance.

As the vote draws near, the Labour Party finds itself at a juncture that demands not only political acumen but also a deep introspection of its values and commitments on the international stage. For Keir Starmer, this is more than a test of leadership; it's an opportunity to steer his party through turbulent waters, with the eyes of Muslims, and indeed the world, watching closely.

Salman Farsi Profile:
Salman Farsi is a seasoned political communications expert with significant experience in media management, marketing, and public relations. He notably served as the National Press Officer and Acting Head of Regional Media for The Labour Party, where he managed complex media issues and contributed to the 2019 UK General Election strategy.

Family jailed after woman poisoned

and doused in corrosive substance
In a harrowing case that has sent shockwaves through communities far and wide, a family in Leeds has been brought to justice for their inconceivable actions against Ambreen Fatima Sheikh, a woman whose only fault was to hope for a better life in the UK. Married off in an arranged marriage, Ambreen was brought from Pakistan to the UK with dreams that turned into a nightmare, culminating in a tragedy that has left her in a persistent vegetative state.

Ambreen, described by those who knew her as "intelligent, bright, ambitious, and happy-go-lucky," was forced to ingest anti-diabetes medication by her husband and in-laws, substances she had no medical need for, leading to catastrophic brain injuries. The abuse did not stop at chemical poisoning; she was also subjected to being doused in a caustic substance, further illustrating the severe maltreatment she endured within the confines of what should have been her family home.

The details that emerged from Leeds Crown Court paint a picture of a life filled with control,

abuse, and neglect. Ambreen, who moved to Huddersfield in 2014 following her marriage, found herself isolated, with her movements heavily monitored, her communication restricted, and her independence curtailed. Her family expressed dissatisfaction with her, to the extent of discussing sending her back to Pakistan, showcasing a disturbing lack of empathy and support for her integration into a new life.
The severity of Ambreen's condition is heart-wrenching. Now 39, she exists in a state far removed from the life she once envisioned. She is unresponsive, unaware of her surroundings, and reliant on tube feeding for survival, with medical professionals in agreement that her condition is irreversible.

The court's decision to jail her husband, Asgar Sheikh, along with his parents Khalid and Shabnam Sheikh, for seven years and nine months, brings a measure of justice, yet it can hardly be seen as sufficient given the magnitude of the suffering inflicted. Asgar's brother and sister received suspended sentences, a fact that may raise questions about the scale of accountability in such grave matters.

This case is a stark reminder of the hidden abuses that can occur behind closed doors, the vulnerabilities of those who move countries in marriage, and the critical importance of vigilance, support, and intervention from communities and authorities alike. It underscores the necessity for stronger protective measures for those at risk and harsher penalties for those who perpetrate such unfathomable crimes.
Ambreen Fatima Sheikh's husband, Asgar Sheikh, was jailed for seven years and nine months. Photograph: West Yorkshire Police

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

মা-বাবাকে ভালোবাসুন নিঃস্বার্থভাবে

ড. মোঃ গোলাম ছারোয়ার

হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আল কাবুতের ৮নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন, 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।' হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, 'জননী স্বর্গ অপেক্ষা গরিয়সী।' খ্রিষ্টধর্মেও একইভাবে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর জগতের পিতা। পিতারূপী ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান।' বস্তুত সব ধর্মেই পিতা-মাতার মর্যাদার প্রতি গুরুত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

আমাদের দেশে এখন যারা সত্তরোর্ধ্ব বাবা-মা আছেন, তারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এক জরিপে দেখা যায়, যেসব বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন, তাদের মধ্যে যাদের বয়স ৭০ বছরের উপরে এবং স্বামীহারা, তাদের সমস্যার অন্ত নেই। কারণ আমাদের বাবা-মা যখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল কমপক্ষে ১৫-২০ বছর। বয়সের এ পার্থক্যের কারণে বাবারা সাধারণত মায়েদের তুলনায় অনেক আগে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমান। বিধবা করে রেখে যান তার বহুদিনের জীবন সঙ্গিনীকে। ফলে গভীর অন্ধকারে নিপতিত হন জীবনসঙ্গী হারানো মা। তখন সন্তানরাও নিজেদের সংসার ও সন্তানসন্ততি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা বৃদ্ধা অসহায় সম্বলহীন গর্ভধারিণীকে না দিতে চান সময়, না দিতে চান প্রয়োজনীয় সেবা। বরং এ নিঃস্বার্থ গর্ভধারিণী মাকে স্বার্থপরতার বেড়াজালে বন্দি করে তার সঙ্গে নির্মম আচরণ করতে দ্বিধা করে না অনেক সন্তান। আমাদের মানবতা তখন সব মানবিক সূচকে সর্বনিু স্তরে চলে যায়, আর হিংস্র পশুত্ব সব প্যারামিটারের ঊর্ধ্বে অবস্থান নেয়। আমরা হায়নার মতো পশুত্ব প্রদর্শনেই যেন নিজেদের নিয়োজিত করি। অথচ সব ধর্মেই এ হীন কাজকে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে পবিত্র কুরআনে সূরা বনি ইসরাইলের ২৩-২৫নং আয়াতে মহান আল্লাহপাক বলেছেন, 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো।' 'আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে দয়াপরবশে লালন-পালন করেছিলেন।' 'তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালোভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।' হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পুত নামক নরক থেকে যে উদ্ধার করতে পারবে তার নামই পুত্র।'

আমরা যদি পুত্রের বর্তমান কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখি, তাহলে পুত্র নামের তাৎপর্য কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে, তা বুঝতে বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয়। একজন বাবা তার সন্তানকে শুধু পৃথিবীর বুকেই নিয়ে আসেননি, শরীর ও মনের সব ভালোবাসা ও হৃদয় নিংড়ানো দরদ দ্বারা সন্তানকে সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেওয়াই বাবার জীবনের একমাত্র মিশন ও ভিশন।

একইভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর শব্দটি হলো মা। যদি কারও সঙ্গে তার সব বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে, মা কখনোই তার সেই সন্তানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা দূরের কথা, তার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হবে এমন কোনো চিন্তাও করতে পারেন না। একজন মায়ের সব চিন্তা, সব আরাধনা, সব তপস্যা সন্তানের মঙ্গলের জন্য। সন্তানের কিসে ভালো আর কিসে মন্দ, তা মায়ের চেয়ে কখনোই কেউ বেশি জানতে পারে না। সন্তান মাকে শত কষ্ট দিলেও ওই সন্তানের হাসির চেয়ে প্রিয় বস্তু পৃথিবীতে মার কাছে আর কিছুই নেই। প্রচণ্ড শীতের দিনে গরম কাপড়ের নিচে আরাম করে ঘুমানোর সময় যখন সন্তানসন্ততি প্রস্রাব-পায়খানা করে দেয়, তখন মমতাময়ী মা সবকিছু পরিষ্কার করে সন্তানকে আবার আরামের জায়গায় ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দেন। নিজে চরম কষ্ট করে নিশ্চিত করেন সন্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। সন্তানের নিরাপত্তায় মা তার সর্বোচ্চটুকু দিতে সামান্যতম কার্পণ্য করেন না। একজন মমতাময়ী মায়ের যদি ১০ জন সন্তানও থাকে, তাদের সবার মঙ্গল কামনায় এতটুকু হেরফের হয় না।

অথচ অনেকে তার মা-বাবাকে বৃদ্ধকালে অবজ্ঞা আর অবহেলা করে। সামান্য একটু অর্থ বা স্বার্থের জন্য এমন মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়, যাদের সারাজীবনের আরাধ্য ছিল আমাদের মঙ্গল। যে বাবা নিজের ভালো-মন্দ চিন্তা না করে সন্তানের ভালো-মন্দের চিন্তায় সর্বক্ষণ তাড়িত হয়েছেন, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা কি সমীচীন? যখন সন্তানের মুখে কোনো ভাষা ছিল না, ছিল শুধু কান্না, তখন মা সন্তানের কান্নার প্রকৃত অর্থ বুঝে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করেছেন। আজ সেই মা তার সামান্যতম চাহিদার কথা আমাদের বারবার বোঝানোর চেষ্টা করলেও কেন আমরা তার প্রয়োজনীয়তা না শুনে উলটো তার ওপর নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করছি? যে মায়ের মুখ থেকে শুনে মাতৃভাষা শিখলাম, বুঝলাম, চিনলাম, পরিচিত হলাম সব কিছুর সঙ্গে, আজ সেই মাকেই ভুলে গেলাম বেমালুম! যে মা আমার অসুস্থতায় বিনিদ্র রজনী উৎকণ্ঠা আর নিবিষ্ট সেবায় পার করছেন, আজ তার অসুস্থতায় আমি কীভাবে আরামের ঘুম ঘুমাতে পারি? নিজের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকা সত্ত্বেও জনম দুঃখী মায়ের চিকিৎসায় একটা কানাকড়িও ব্যয় করি না। কোন অজানা পশুত্ব আমার মানবতাকে গ্রাস করল? একটিবারও কি পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের 'পল্লী জননী' কবিতার সেই লাইন মনে পড়ে না-

'শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে, ...
... ...
পাণ্ডুর গালে চুমু খায় মাতা। সারা গায়ে দেয় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।'

এমন অনেক মমতাময়ী মা আজ বাস্তুহারা, অসহায়; চিকিৎসার অভাবে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন আর তাদের সন্তানরা নিজের চাহিদা পূরণে নিমগ্ন। ভুলেই গেছে তাদেরও সন্তানসন্ততি রয়েছে। ভুলেই গেছে তাদেরও বয়স হয়েছে। তাদের ছায়াও নিজের দৈর্ঘ্যরে চেয়ে বড় হতে শুরু করেছে। তাই আসুন সূর্যাস্তের আগেই সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে মরীচিকার পেছন ছেড়ে বাস্তবতার দিকে ধাবিত হই। কাচ ফেলে হীরার যত্ন করে সত্যিকারের লাভবান হই।

ড. মো. গোলাম ছারোয়ার : অধ্যাপক ও বিভাগ প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)

পাকিস্তানে নির্বাচন-পরবর্তী সংকট, খেলা সেনাবাহিনীর হাতেই

আয়েশা জালাল

পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে সবাই ধারণা করেছিল, এই ভোটের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা একটা সমাধানের দিকে যেতে পারে।

কিন্তু নির্বাচনের পর কয়েক দিন পার হওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে, অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। ভোট জালিয়াতি এবং অনিয়মের অভিযোগের মধ্যে দুটি নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দল নিজেদের জয়ী বলে দাবি করছে।

ভোটের ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কোনো দলই নিজের মতো করে সরকার গঠন করার মতো অবস্থায় নেই। তাই ফেডারেল পর্যায়ে একটি জোট সরকার গঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

কারাগারে আটক অবস্থায় থাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পিটিআই জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তাঁর দলের প্রায় ৯৩ জন প্রার্থী 'স্বতন্ত্র' হিসেবে জয়ী হয়েছেন।

এই 'স্বতন্ত্র' প্রার্থীদের পিটিআইয়ের নির্বাচনী প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট ছাড়াই নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে পিটিআইকে নির্বাচনে নিষিদ্ধ করায় তাঁদের 'স্বতন্ত্র প্রার্থী' হতে হয়েছিল।

২৬৫ আসনের পার্লামেন্টে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পিটিআই সরকার গঠনের জন্য এখনো পর্যাপ্তসংখ্যক আসন পায়নি।

নওয়াজ শরিফের পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ বা পিএলএমএন ৭৮টি আসন পেয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আরও কিছু স্বতন্ত্র এমপিকে নিয়ে তারা শক্তির বৃদ্ধি করতে পারে।

নওয়াজ শরিফের ছোট ভাই শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বে পিএমএলএনের প্রতি শক্তিধর সেনাবাহিনীর সমর্থন রয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে দলটি সেনাবাহিনীর প্রত্যাশামতো নির্বাচনে ফল পায়নি।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি বা পিপিপি ৫৪টি আসন পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। এ দলটি এমন অবস্থানে রয়েছে, যে কিনা আরেকটি দলের সরকার গঠনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে।

পিটিআই ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে, তারা নিজেরাই সরকার গঠন করতে চায় এবং তারা বিশ্বাস করে, তাদের ভোট চুরি করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগেই পিটিআই দাবি করেছিল, তারা ১৭০ বা তারও বেশি আসনে জিতেছে এবং সরকার গঠনের জন্য তারা যথেষ্ট সক্ষম। তবে তাদের সেই দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ ছিল না বলেই মনে হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, পিটিআই এখনো এসব কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে তারা সরাসরি সরকার গঠনের জন্য পর্যাপ্ত ভোট পায়নি।

দলটি ইতিমধ্যেই নির্বাচনের ফলকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তারা দাবি করেছে, কমপক্ষে ১৮টি আসনে কারচুপি হয়েছে এবং তাদের ফল পালটে দেওয়া হয়েছে। তারা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও করেছে।

আমার ধারণা, পিএমএলএমের নেতৃত্বে অন্য দলগুলোর মধ্যে একটা জোট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এটা কি এমন একজন ভোটারকে সন্তুষ্ট করবে, যিনি পিটিআইকে সংসদের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে ভোট দিয়েছিলেন?

এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পাকিস্তান এখন একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতির ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে যা কার্যত নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত থাকবে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে জোট সরকার গঠনের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। তবে সেই সরকার বেশি দিন টেনে নেওয়া খুব সহজ হয় না। এ ধরনের সরকার খুবই দুর্বল হয়ে থাকে। এ ধরনের ভঙ্গুর সরকারের পক্ষে যেকোনো ধরনের সাহসী অর্থনৈতিক প্যাকেজ ব্যবস্থাপনা করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং গঠনমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের সরকার খুব কম সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারে।

কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের জোট সরকারের মধ্যে ফাটল ধরে এবং তা একপর্যায়ে ভেঙে যায়। এ কারণে অধিকতর শক্তিশালী এবং কর্মক্ষম সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পাকিস্তানে আবারও একটি নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে।

পশ্চিমা বিশ্বে এই নির্বাচনকে অত্যন্ত ত্রুটিযুক্ত বলে বলা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, তাদের এই দাবি কতটা ন্যায্য।

পাকিস্তানের মান অনুযায়ী প্রকৃত ভোট তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। নির্বাচনের আগে বেলুচিস্তানের একটি অশান্ত এলাকায় ভয়ানক হামলা হয়েছে, যাতে ২৮ জন নিহত হয়েছে। তবে মোটের ওপর নির্বাচনের দিন ব্যাপক সহিংসতার যে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, তা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে কিছু অযৌক্তিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের নির্বাচন মান অনুযায়ী, এই ভোট অনেকাংশই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

পাকিস্তানের ঊর্ধ্বতন সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে ইমরান খানের প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব থাকার পরও পিটিআই যে ফলাফল পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়, দেশজুড়ে সোজাসাপটা কারচুপি হয়নি। অবশ্য কিছু জায়গায় পিটিআই ভোটারদের হয়রানি করা হয়েছিল।

কিন্তু মোটা দাগে তাদের ওপর পাইকারি হারে কোনো অন্যায্য তৎপরতা চালানো হয়নি।

পাকিস্তানের নির্বাচনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক হবে না। পাকিস্তানের রাজনীতির বাইরে থাকা অনেক পর্যবেক্ষকের সমস্যা হলো, তাঁরা পাকিস্তানের নির্বাচনকে সাধারণত পশ্চিমা বা বাইরের চোখ দিয়ে দেখে থাকেন।

কিন্তু তাঁরা মনে রাখেন না, পাকিস্তানের রাজনীতি একেবারে অনন্য। পাকিস্তান এমন একটি সামরিক-শাসিত রাষ্ট্র যেখানে জেনারেলরা দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনীতি এবং দেশের নির্বাচনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

এ দেশে নির্বাচনের বিকল্প হিসেবে একটাই পথ খোলা আছে। সেটি হচ্ছে সামরিক আইন। 'নাই মামার চেয়ে মামা ভালো' মতো এখানকার মানুষের কাছে খর্ব হওয়া গণতন্ত্র সামরিক শাসনের চেয়ে ভালো।

মজার ব্যাপার হলো, পিটিআইয়ের এই জয়সূচক ফল যে পাকিস্তানের এস্টাবলিশমেন্টবিরোধী ভোটের প্রতিনিধিত্ব করে; আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, এই ভোট যে সেনাবিরোধী ভোট ছিল, তা জেনেও সেনাবাহিনী কমান্ডের এই ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

নওয়াজের পিএমএলএন যদি সরকার গঠন করেও, সে ক্ষেত্রে সব সময়ই তাকে সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। বিশেষ করে পিটিআই যখন ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ করবে, তখন পিএমএলএনের সেনানির্ভরতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

সেনাবাহিনীর সন্তুষ্ট থাকার প্রধান কারণ হলো, সরকার দুর্বল থাকলে তাদের ওপর সেনাবাহিনীর আধিপত্য বিস্তার করা অত্যন্ত সহজ হয়।

নওয়াজের পিএমএলএন যদি সরকার গঠন করেও, সে ক্ষেত্রে সব সময়ই তাকে সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে। বিশেষ করে পিটিআই যখন ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ করবে, তখন পিএমএলএনের সেনানির্ভরতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এই নির্বাচনী ফল নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত হবে কি না। জবাবে বলা যায়, অবশ্যই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, ২০১৮ সালের মতো সেনানিয়ন্ত্রিত এবং কারচুপির ভোট এবার হয়নি। এবারের ভোটে জনরায়ের যথেষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে। এটি পাকিস্তানের অগ্রগতির জন্য একটি বড় মাইলফলক।

আয়েশা জালাল : টাফটস ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত। ডন থেকে নেওয়া।

‘পঞ্চম বাংলা কাগজ অ্যাওয়ার্ডস’

সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলা কাগজ-এর চেয়ারম্যান আজাদ আবুল কালাম, সাধারণ সম্পাদক খসরু খান ও ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর আব্দুল কাদের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মাইক্রোবাসের নিচে লুকিয়ে যেভাবে আসামীর

শেফের পোশাক, সাদা টি-শার্ট এবং লাল ও সাদা ছককাটা পাজামা; পায়ে বাদামি রঙের বুট।

কারাগার থেকে পালিয়ে গেলেও খলিফ আপাতত জনসাধারণের জন্য বড় কোনো ঝুঁকির কারণ হবেন না বলে পুলিশের ধারণা। তারপরও লোকজনকে তার কাছে না ঘেঁষতে এবং তাকে দেখলেই ৯৯৯ এ ফোন করে খবর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি ২০১৯ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সংবাদ সূত্র: বিবিসি

একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ বিশিষ্টজন

(শিমুল মুস্তাফা) ও রূপা চক্রবর্তী।

চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিংয়ে কাওসার চৌধুরীকে একুশে পদক দেয়া হচ্ছে। সমাজসেবায় এ সম্মাননা পাচ্ছেন আলহাজ রফিক আহামদ ও মো. জিয়াউল হক। এ ছাড়া, ভাষা ও সাহিত্যে পদক পাচ্ছেন কবি ড. মুহাম্মদ সামাদ, লুৎফর রহমান রিটন ও মিনার মনসুর।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিশেবে সফলভাবে ১০ বছর পার করেছে বেনেকো ফাইন্যান্স

১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের হলিডে ইন হোটেলে বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বেনেকো’র অ্যাডভাইজার অ্যান্ড সিইও মুস্তাফিজুর রহমান। পাশপাশি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সফল করতে তিনি সকলে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বেনেকো’র ফাইন্যান্স টিম মেম্বার জাহিদুল হাসান ও মাহমুদুল হাসান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বেনেকো’র অ্যাডভাইজার অ্যান্ড সিইও মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি। প্রত্যেক মানুষের স্বপ্ন থাকে একটি সুখের নীড়। বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থায় বৃটেনের অভিবাসী কমিউনিটির জন্য নিজস্ব বাড়ি কেনা অনেক কঠিন। বাংলাদেশী কমিউনিটির অনেকে বাড়ি কেনার মতো সামর্থ থাকা স্বত্বেও শুধুমাত্র যথার্থ তথ্যের অভাব ও আইনী বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বাড়ি কিনতে পারছেন না। আবার অনেকে ছোট ছোট ভুলের কারণে ল্যান্ডারদের কাছ থেকে মর্গেজ পাচ্ছেন না । তবে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিম কমিউনিটি বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ইসলামিক ল্যান্ডার বা হালাল মর্গেজের দিকে ঝুঁকছেন।

বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এক দশকের বেশি সময় থেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশাপাশি মূলধারায় সুনামের সাথে সেবা প্রদান করে আসছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাশাপাশি সময়-সময় বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সহযোগিতা করে আসছে। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে যাত্রার শুরুতে বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এআর-এর নিয়োগকৃত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ শুরু করেছিল । বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটির (এফসিএ) অনুমতিপ্রাপ্ত একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাইস্ট্রিট বাংকের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের শতাধিক মর্গেজ ল্যান্ডারের সাথে সরাসরি কাজ করছে। যেহেতু আমরা ল্যান্ডারের সাথে সরাসরি কাজ করি, বিধায় মর্গেজ আবেদনের ক্ষেত্রে কাস্টমারদের বাস্তব অবস্থার আলোকে পরামর্শ দিয়ে থাকি । যুক্তরাজ্যের অর্থনীতির রাজধানীখ্যাত ক্যানারি ওয়ার্ফে শুরু থেকেই বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর প্রধান অফিস থাকায় অনেক নামি-দামি ল্যান্ডার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে মিটিংয়ের বাড়তি সুবিধাও পাচ্ছি।

তিনি বলেন, বর্তমানে বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইসলামিক মর্গেজ, ফাস্ট টাইম বাইয়ার, বাই-টু-লেট মর্টগেজ , কর্মাশিয়াল মর্গেজ, রাইট-টু-বাই মর্গেজ, বিজনেস মর্গেজ সহ বিভিন্ন ধরনের মর্গেজ নিয়ে কাজ করছে। এছাড়া লাইফ ইন্সুরেন্স এবং লাইফ ইনকাম প্রটেনশন সেবা দিয়ে থাকে। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ইসলামিক মর্টগেজ ব্রোকারেজ ফার্মগুলির মধ্যে একটি। আমরা শরিয়া ভিত্তিক ইসলামিক ল্যান্ডারের সাথে সরাসরি কাজ করার সুবাদে মুসলিম কমিউনিটিতে হালাল মর্গেজের সেবায় সেরা অবস্থানে রয়েছি ।

বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে একঝাক দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন টিম রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মোস্তাফিজুর রহমান ইউনিভার্সিটি অব গ্রিনিচ থেকে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজ মেন্টে এমএসসি ডিগ্রিধারী। তিনি বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে এবং মর্গেজ বিষয়ে বিনামূল্যে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এছাড়াও তিনি বাংলা সংবাদপত্রে এ বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছেন । ২০২০ সাল থেকে বাংলা অনলাইন চ্যানেল টিভিথ্রি বাংলায় “প্রপার্টি মর্টগেজ উইথ বেনেকো ফাইন্যান্স” শিরোনামে লাইভ টক শো’র মাধমে কমিউনিটিকে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন টিভি শোতে অংশগ্রহণ করে মর্গেজ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে আসছেন । বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বিগত দিনে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব কার্যালয় ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারে মর্গেজ নিয়ে কমিউনিটি মানুষের অংশগ্রহণে সেমিনারের আয়োজন করে। ২০২৩ সালে বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর প্রতিষ্ঠাতা মোস্তাফিজুর রহমান, ‘সিটিপ্লাস নেটওয়ার্ক লিমিটেড’ চালু করেন। এটি একটি মর্গেজ নেটওয়ার্ক ফার্ম যা এখন যুক্তরাজ্যের অসংখ্য মর্গেজ অ্যাডভাইজার প্রতিষ্ঠানের প্রধান যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে আসছে।

সিইও মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মর্গেজ ইন্ডাস্ট্রির একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফল ভাবে ১০ বছর পার করেছে। দীর্ঘ যাত্রায় বেনেকো বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারসমুহকে তাদের বাড়ির মালিকানার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে সেবা দিয়েছে। যার ফলে আমরা ক্লায়েন্টদের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছি এবং কমিউনিটিরও আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে বেনেকো। বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পথ চলায় পাশে থাকার জন্য আমাদের মূল্যবান ক্লায়েন্ট, নিবেদিতপ্রাণ কর্মী এবং বিশ্বস্ত অংশীদারদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । তাদের অন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া, বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস আজ যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা অর্জন করতে পারতো না । বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের এই সাফল্য গভীরভাবে নিহিত রয়েছে তাদের স্বচ্ছতা, সততা এবং পরিষেবার প্রতিশ্রুতির মধ্যে ।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান সফলভাবে উদযাপন করতে তিনি সবার সহযোগিতা চেয়ে বলেন, বেনেকো ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস তার ১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের হলিডে ইন হোটেলে । আর এই অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠিত লেন্ডার কোম্পানির কর্তকর্তারাসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট বক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

লন্ডনের ওয়ান্ডসওয়ার্থের এইচএম কারাগার

মাইক্রোবাসের নিচে লুকিয়ে যেভাবে আসামীর পলায়ন

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি: যুক্তরাজ্যের কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন সন্দেহভাজন এক সন্ত্রাসী। তিনি কারাগারের রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে খাবার সরবরাহের একটি মাইক্রোবাসের নিচে লুকিয়ে পালিয়ে গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সাবেক সেনা সদস্য ড্যানিয়েল আবেদ খলিফ (২১) লন্ডনের ওয়ান্ডসওয়ার্থের এইচএম কারাগারে বন্দি ছিলেন। এক সামরিক ঘাঁটিতে নকল বোমা ফেলে রাখার অভিযোগে বিচারের মুখে ছিলেন তিনি।

গত বুধবার সকালে তিনি খাবার সরবরাহের মাইক্রোবাসের নিচে নিজেকে বেঁধে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

তার খোঁজে পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে অভিযান শুরু হয়েছে। বিমানবন্দর ও সমুদ্র বন্দরগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা তল্লাশির কারণে ভোগান্তি হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের।

খলিফ কীভাবে পালিয়ে গেছেন তা নিশ্চিত হতে যুক্তরাজ্যের কারা বিভাগ লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের সঙ্গে মিলে 'জরুরি তদন্ত' শুরু করেছে। দক্ষিণপশ্চিম লন্ডনের 'বি' শ্রেণির কারাগার এইচএমপি ওয়ান্ডসওয়ার্থ থেকে ব্রিটেনের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৫০ মিনিটের দিকে তিনি পালিয়ে যান, এর আগে থেকে তিনি রান্নাঘরে ছিলেন ধরে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার খলিফের পরনে ছিল কারাগার থেকে দেওয়া ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

পর্তুগালে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত

'পঞ্চম বাংলা কাগজ অ্যাওয়ার্ডস'

লিসবনে বসেছিলো প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলা

দেশ ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪: পর্তুগালে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'পঞ্চম বাংলা কাগজ কমিউনিটি অ্যাওয়ার্ডস। ১২ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের একটি অভিজাত পাঁচতারকা হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫ শতাধিক বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন। এতে অনুষ্ঠানটি রীতিমতো প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় ১৫ জনকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

বাংলা কাগজ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক রিয়াদ আহাদ ও শামীমা মিতার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রেজিনা আহমেদ, স্কটিশ এমপি ফয়সল আহমদ চৌধুরী ও সাবেক বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের সিইও

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিশেবে সফলভাবে ১০ বছর পার করেছে বেনেকো ফাইন্যান্স

দেশ ডেস্ক, ১০ ফেব্রুয়ারি : বেনেকো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস মর্গেজ ইন্ডাস্ট্রির একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সফলভাবে ১০ বছর পার করেছে। দীর্ঘ যাত্রায় বেনেকো বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবারসমূহকে তাদের বাড়ির মালিকানার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে সেবা দিয়েছে। যার ফলে ক্লায়েন্টদের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলার পাশাপাশি কমিউনিটিরও আস্থার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বেনেকো। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ বিশিষ্টজন

ঢাকা ডেস্ক, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ঘোষণা করা হয়েছে একুশে পদক। ভাষা আন্দোলন, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবার একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মঙ্গলবার ২০২৪ সালের একুশে পদকের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এবার ভাষা আন্দোলনে মরণোত্তর একুশে পদক পাচ্ছেন মো. আশরাফুদ্দীন আহমদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর। শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংগীতে একুশে পদক পাচ্ছেন জালাল উদ্দীন খাঁ (মরণোত্তর), বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর), এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর) ও শুভ্র দেব। নৃত্যকলায় সম্মাননা পাচ্ছেন শিবলী মোহাম্মদ, অভিনয়ে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীর, আবৃত্তিতে খান মো. মুস্তাফা ওয়ালীদ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk